গ্রাম উন্নয়ন ত্রৈমাসিক বাংলা বুলেটিন

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা

২৭ বর্ষ : ৩য় সংখ্যা ॥ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২০

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি'র ৫৩তম বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলনের উদ্বোধন

বার্ডের ৫৩তম বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি

গত ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড)-এর ৫৩তম বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলন একাডেমির ময়নামতি অডিটোরিয়ামে উদ্বোধন করা হয়। সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা-০৬ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা আ. ক. ম. বাহাউদ্দিন বাহার। সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান। পরিকল্পনা সম্মেলনে গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিরডাপের মহাপরিচালক ড. চার্ডস্যাক ভিরাপাত।

৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন

বার্ডে মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু স্মারক সেমিনার অনুষ্ঠিত

জাতিসংঘে জাতির পিতার বাংলায় ভাষণ প্রদানের ৪৬তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড)-এর ময়নামতি অডিটোরিয়ামে "ভাষা আন্দোলন ও বাংলা ভাষাকে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে উপস্থাপনে জাতির পিতার ভূমিকা" শীর্ষক সেমিনার গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম খান (সাবেক সচিব), কিউরেটর, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর। সেমিনারে মূল বক্তা হিসেবে ভার্চুয়াল প্লাটফর্মের মাধ্যমে উপস্থিত ছিলেন জনাব হাবীবুল্লাহ সিরাজী, মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি।

সেমিনারে প্রধান অতিথি তাঁর বক্তৃতায় বলেন, বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষা করতে হলে জাতীয়

৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন

জাতিসংঘে জাতির পিতার বাংলা ভাষণ প্রদানের ৪৬তম বর্ষপূতি উপলক্ষে "ভাষা আন্দোলন ও বাংলা ভাষাকে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে উপস্থাপনে জাতির পিতার ভূমিকা" শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম খান (সাবেক সচিব)

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি'র ৫৩তম বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলনের সমাপনী

বার্ডের ৫৩তম বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশনে ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি

গত ২০ সেপ্টেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড)-এর ময়নামতি অডিটোরিয়ামে দুই দিন ব্যাপী ৫৩তম বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলনের সমাপনী আনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়াল প্লাটফর্মের মাধ্যমে সংযুক্ত ছিলেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তৃতায় বলেন, বার্ড বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়নে সূতিকাগারের ভূমিকা পালন করেছে। বার্ডের পরীক্ষামূলক প্রকল্পগুলো সারা বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়িত হয়েছে। বর্তমান এলজিইডি, উপজেলা কমপ্লেক্স, বিএডিসি বার্ডের সফল কর্মসূচির ফসল। এরই ধারাবাহিকতায় আধুনিক কৃষি বিপ্লবে বার্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বার্ডের সম্মানিত মহাপরিচালক ও বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ শাহজাহান। সভাপতি মহোদয় বলেন, দেশের উন্নয়নের জন্য আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে হবে। সরকারের গৃহীত কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়নের জন্য সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

সমাপনী অধিবেশনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ আবুল ফজল মীর। সমাপনী অধিবেশনে ধন্যবাদ বক্তব্য প্রদান করেন বার্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক ড. মাসুদুল হক চৌধুরী।

বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বার্ড এই অর্থবছরে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ের ১৪৫টি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করবে। গবেষণা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বার্ড এই অর্থবছরে ১০টি গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করবে। বর্তমানে এডিপি'র অন্তর্ভুক্ত লালমাই ময়নামতি প্রকল্প, বার্ড ভৌত সুবিধাদি উন্নয়ন প্রকল্প, বার্ড আধুনিকায়ন প্রকল্প এবং সিভিডিপি ৩য় পর্যায় প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়া বার্ড

১২তম পৃষ্ঠায় দেখুন

বার্ডে বঙ্গবন্ধুর ৪৫তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে সেমিনার অনুষ্ঠিত

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৫তম শাহাদাত বার্ষিকী এবং মুজিববর্ষ উপলক্ষে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড)-এর ময়নামতি অডিটরিয়ামে "বঙ্গবন্ধুর সামগ্রিক জীবন" শীর্ষক সেমিনার গত ১৬ আগস্ট ২০২০ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়াল প্লাটফর্মের মাধ্যমে উপস্থিত ছিলেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান। সেমিনারে বঙ্গবন্ধুর সামগ্রিক জীবনের উপর মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, বঙ্গবন্ধু চেয়ার, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেসনালস্ (বিইউপি) এবং প্রাক্তন অধ্যাপক (ইতিহাস বিভাগ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সেমিনারে প্রধান অতিথি তাঁর বক্তৃতায় বলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্ম না হলে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সৃষ্টি হত না। তিনি আরো বলেন যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর দৃঢ় নেতৃত্বে দেশের পুনর্গঠন কার্যক্রম শুরু হয়। কিন্তু ১৫ আগস্ট-এর কলঙ্কজনক অধ্যায় দেশকে নেতৃত্ব শূণ্য করে। এ কলঙ্কজনক অধ্যায় না ঘটলে বাংলাদেশ আজ সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া কিংবা দক্ষিণ কোরিয়ার মত অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জন করতে পারতো। সেমিনারের মূল বক্তা

১২তম পৃষ্ঠায় দেখুন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৫তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু স্মারক সেমিনারে বঙ্গবন্ধুর সামগ্রিক জীবনের উপর মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, বঙ্গবন্ধু চেয়ার, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্

বার্ডের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী ড. আখতার হামিদ খানের ১০৬তম জন্মবার্ষিকী

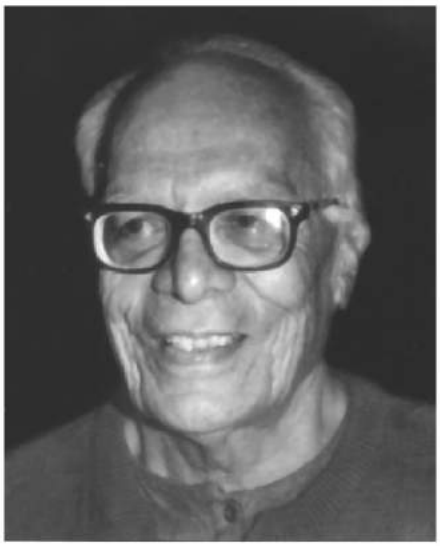

ড. আখতার হামিদ খান

প্রখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী ও বার্ডের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী ড. আখতার হামিদ খান-এর ১০৬তম জন্মবার্ষিকী গত ১৫ জুলাই ২০২০ তারিখে উদযাপন করা হয়। তাঁর জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে বার্ড জামে মসজিদে বিশেষ দোয়া ও মিলাদের আয়োজন করা হয়। ড. আখতার হামিদ খান পল্লী উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার সফল নেতৃত্ব প্রদানের জন্য সমগ্র বিশ্বে অত্যন্ত সমাদৃত। বিশেষ করে পল্লী উন্নয়নের কার্যকর মডেল উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। ষাটের দশকে ড. খানের নেতৃত্বে উদ্ভাবিত পল্লী উন্নয়নে কুমিল্লা মডেল-এর জন্য বার্ড বিশ্বখ্যাতি অর্জন করে। ড. আখতার হামিদ খান ভারতের আগ্রায় ১৯১৪ সালের ১৫ জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। ভারতের আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩৪ সালে ইংরেজী সাহিত্যে এম. এ. ডিগ্রি লাভ করে তিনি তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের অধীনে অত্যন্ত সম্মানজনক ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস (আইসিএস) কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেন। তিনি আইসিএস শিক্ষানবীস কর্মকর্তা হিসেবে ১৯৩৬-৩৮ সালে ইংল্যান্ডের ম্যাগডিলিন কলেজ, কেমব্রীজ-এ শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯৪৩ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় ঔপনিবেশিক প্রশাসনের অমানবিক মনোভাবের কারণে ১৯৪৪ সালে তিনি সিভিল সার্ভিস চাকুরী থেকে পদত্যাগ করেন এবং ভারতের আলীগড়ে একটি গ্রামে শ্রমিক ও তালা মেরামতকারী হিসেবে কাজ শুরু করেন এবং দু'বছর পর তিনি সে কাজটি ছেড়ে দেন। এরপর ১৯৪৭ সাল থেকে দিল্লীর 'জামিয়া মিল্লিয়া' নামক একটি প্রতিষ্ঠানে তিনি শিক্ষক হিসেবে তিন বছর কাজ করেন। ১৯৫০ সালে তিনি কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৫৪-৫৫ সালে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের 'ভি-এইড' কর্মসূচির পরিচালক হিসেবে ডেপুটেশনে তাঁকে নিয়োজন করা হয়। ১৯৫৮ সালে তিনি মিশিগান ষ্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য গমন করেন। সেখান থেকে ফিরে পাকিস্তান পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বর্তমানে বার্ড) এর প্রথম প্রধান নির্বাহী হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে একাডেমির পরিচালনা পর্ষদের সহ-সভাপতি হিসেবেও তিনি কয়েক বছর দায়িত্ব পালন করেন।

"Rural Development in Asia – Pacific Region – with Special Reference to North East India and Its Bordering countries" শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনার

National Institute of Rural Development and Panchayati Raj (NIRD&PR) এর উত্তর-পূর্ব আঞ্চলিক কেন্দ্র, গুয়াহাটি, ভারত কর্তৃক আয়োজিত "Rural Development in Asia – Pacific Region – with Special Reference to North East India and Its Bordering countries" শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনারটি ২৪-২৮ আগস্ট ২০২০ সময়ে Bangladesh Academy for Rural Development, Cumilla, Bangladesh, Centre for Studies on Bangladesh and Myanmar, Dibrugarh University, India; College of Natural Resource, Royal University Bhutan; Department of Development Studies, University of Dhaka, Bangladesh and Rajiv Gandhi University, Arunachal Pradesh, India এর যৌথ সহযোগিতায় ভার্চুয়াল প্লাটফর্ম ব্যবহার করে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে শিক্ষাবিদ, নীতিনির্ধারক এবং গবেষকবৃন্দ ১৫৪ টি গবেষণা নিবন্ধ উপস্থপান করেন।

সেমিনারের শুরুতে উত্তর-পূর্ব আঞ্চলিক কেন্দ্র, গুয়াহাটির পরিচালক অধ্যাপক আর. এম. পান্ট (R. M. Pant) সকল অংশগ্রহণকারীদেরকে শুভেচ্ছা জানান এবং করোনা প্যানডেমিক অবস্থার কারনে ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে সবাই সংযুক্ত থাকার জন্য ধন্যবাদ জানান। এ প্রতিষ্ঠানের সহযোগী অধ্যাপক ও সেমিনার আহবায়ক ড. জয়ন্ত চৌধুরী সেমিনারের উদ্দেশ্য সকলকে অবহিত করে বলেন যে, পৃথিবীর প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষ বসবাস করে এশিয়া ও প্রশান্ত

Rural Development in Asia – Pacific Region শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বার্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক ড. মাসুদুল হক চৌধুরী

মহাসাগরীয় অঞ্চলে। এ অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য সরকার, একাডেমিক প্রতিষ্ঠান, সুধি সমাজ, শিক্ষাবিদ এবং গবেষকদের মধ্যে ব্যাপক সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

Dr. Phanchung, Director, Research and External Relations (DRER), Royal University of Bhutan, বলেন গ্রামীণ অঞ্চলের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্য প্রযুক্তিগত হস্তক্ষেপ একান্ত প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন যে, একাডেমিক এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলিকে অবশ্যই তাদের উদ্ভাবনী ধারণা এবং গবেষণা ফলাফলের ম্যাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের কল্যাণে অবদান রাখতে হবে। এ ছাড়াও তিনি পল্লী এলাকার সুবিধাবঞ্চিতদের ক্ষমতায়নের জন্য শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

বার্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক ড. মাসুদুল হক চৌধুরী বিশেষ অতিথি হিসেবে সেমিনারে অংশগ্রহণকারীদেরকে বার্ডের গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা কি ভাবে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সহায়তা করেছে সে বিষয়ে অবহিত করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি কুমিল্লা মডেল, সমন্বিত গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি, এবং বর্তমান সরকারের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য অগ্রাধিকার প্রাপ্ত কর্মসূচি "আমার গ্রাম আমার শহর" প্রভৃতি বিষয়ে বার্ডের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন। যে কোন দেশের জন্য পল্লী উন্নয়নের জন্য পল্লী উন্নয়ন নীতিমালা একান্ত প্রয়োজন বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। ড. চৌধুরী কোভিড-১৯ মহামারীতে আইসিটি'র বিপ্লব এবং বিশ্বায়নের গুরুত্ব তুলে ধরেন। দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য একাডেমিক, গবেষক ও স্কলারদেরকে সম্মিলিতভাবে কাজ করার জন্য তিনি অনুরোধ জানান।

উদ্বোধনী অধিবেশনের প্রধান অতিথি অধ্যাপক ড. মোহাঃ গিয়াসউদ্দিন মিয়া, উপাচার্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর বক্তব্যে গ্রামীণ জীবনকে অর্থনৈতিক বিকাশে সক্ষম করে তোলার জন্য পল্লী উন্নয়নের প্রক্রিয়াগুলির উপর আলোকপাত করেন। তিনি প্রতিবেশী দেশগুলির দারিদ্র্য, সামাজিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, মানব পাচার, অবকাঠামোগত সমস্যাগুলির মত কিছু সাধারণ বাধার উপর গুরুত্বারোপ করেন যা পল্লী উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উন্নতির জন্য টেকসই কৃষির উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অবহিতকরণ কর্মশালা ২০২০-২০২১

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অবহিতকরণ কর্মশালা ২০২০-২০২১ এ বক্তব্য রাখেন বার্ডের মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহজাহান

গত ১৪ অক্টোবর ২০২০ খ্রি. তারিখে বার্ড কর্তৃক আয়োজিত "বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অবহিতকরণ কর্মশালা ২০২০-২০২১" ময়নামতি অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন বার্ডের সম্মানিত মহাপরিচালক ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ শাহজাহান। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বার্ড-এর অতিরিক্ত মহাপরিচালক ড. মাসুদুল হক চৌধুরী, প্রশিক্ষণ বিভাগের পরিচালক জনাব মোহাম্মদ আবদুল কাদের, কর্মশালা পরিচালক, বার্ড-এর এপিএ ফোকাল পয়েন্ট ও ভারপ্রাপ্ত পরিচালক (পল্লী প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার) ড. আবদুল করিম, সহযোগী কর্মশালা পরিচালক, অনুষ্ঠানের উপস্থাপক ও উপ-পরিচালক (পল্লী শিক্ষা) জনাব বেনজির আহমেদ, কর্মশালা সমন্বয়ক ও যুগ্ম-পরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব রঞ্জন কুমার গুহ এবং বার্ডের অনুষদ সদস্যবৃন্দ। উক্ত কর্মশালায় র‍্যাপোর্টিয়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব আযমা মাহমুদা, উপ-পরিচালক, বার্ড ও জনাব মোঃ জামিল উদ্দিন, সহকারী পরিচালক, বার্ড।

কর্মশালা পরিচালক ও সহযোগী কর্মশালা পরিচালক মহোদয় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২০-২০২১ উপস্থাপন করেন। বার্ড-এর অংশগ্রহণকারী অনুষদ সদস্যগণ উপস্থাপিত কর্মপরিকল্পনা বিষয়ে মুক্ত আলোচনা করেন। কর্মশালা পরিচালক বলেন যে, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) মূলত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসেবে মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসেবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবের মধ্যে স্বাক্ষরিত একটি সমঝোতা দলিল। সরকারি কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রবর্তন করা হয়েছে। এই চুক্তিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ, এ সকল কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য গৃহীত কার্যক্রমসমূহ এবং এ সকল কার্যক্রমের ফলাফল পরিমাপের জন্য কর্মসম্পাদন সূচক ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বিধৃত রয়েছে। সংশ্লিষ্ট অর্থবছর সমাপ্ত হওয়ার পর ঐ বছরের চুক্তিতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রাসমূহের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রকৃত অর্জন মূল্যায়ন করা হবে। বার্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত কার্যক্রম সমূহে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে বছরব্যাপী চুক্তি। এ কর্মশালার মাধ্যমে বার্ড-এর অনুষদ সদস্যগণ এপিএ সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করবেন এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে তিনি মনে করেন।

মোহাম্মদ আব্দুল কাদের, পরিচালক (প্রশিক্ষণ) বক্তব্যের শুরুতে মহাপরিচালক মহোদয়, কর্মশালা আয়োজনকারী টিম ও উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি মনে করেন বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক কর্মপরিস্থিতিতে আয়োজিত কর্মশালাটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এপিএ একটি প্রতিষ্ঠানের কাজের ধরণ, বাস্তবায়ন পদ্ধতি, অগ্রগতি, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ইত্যাদি মূল্যায়নের অন্যতম মাপকাঠি। এটি সরকারের একটি ভালো উদ্যোগ যার মাধ্যমে এসডিজি বাস্তবায়ন ও রূপকল্প

২০২১ থেকে ২০৪১ অর্জনে সবাইকে কাজের সুযোগ করে দেবে। বার্ড-এর সকল অনুষদ সদস্যদের সমন্বয়ে এ কর্মশালাটি সম্পর্কে সবাইকে পরিষ্কার ধারণা ও কর্মপরিকল্পনা তৈরিতে দূরদর্শী করে গড়ে তুলবে। পূর্বে এটি শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট কমিটি ও ফোকাল পয়েন্টদের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকলেও আয়োজিত কর্মশালার মাধ্যমে সকলের অংশগ্রহণ বার্ড-এর এপিএ কে আরও সমৃদ্ধ করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সভাপতি মহোদয় তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু একটি প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত ফোকাল পয়েন্ট ব্যতীত অন্য কেউ বিষয়টি সম্পর্কে তেমন কোন ধারণা রাখেন না ফলে ত্রৈমাসিক রিপোর্ট তৈরিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বার বার তাগাদা দিতে হয়। এই কর্মশালার মাধ্যমে এপিএ সম্পর্কে সবাই পরিষ্কারভাবে জানতে পারবে এবং প্রত্যেকে তাঁর কাজ সম্পর্কে অবহিত হয়ে নির্ধারিত সময়ে রিপোর্ট প্রদান করতে পারবে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, দিন দিন এই এপিএ'র বিস্তৃতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখন এপিএ হচ্ছে মন্ত্রণালয়ের সচিবের সাথে প্রতিষ্ঠানের এবং পরবর্তীতে এটি প্রত্যেক কর্মচারীর সাথে একক চুক্তি হবে। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান প্রধানের সাথে অধীনস্থদের চুক্তি হবে। এপিএ মূল্যায়ন নিয়ে সারাদেশে ব্যাপক কর্মপ্রতিযোগিতা চলছে এবং ভবিষ্যতে এর সম্পৃক্ততা আরও বৃদ্ধি পাবে। আগামীতে প্রতিযোগিতামূলক ভাবে বেতন (Competitive Pay) নির্ধারণ করা হবে ফলে যারা চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন করতে পারবে তাঁরা পুরস্কার পাবে এবং ব্যর্থ হলে শাস্তির ব্যবস্থা থাকবে ফলে কাজের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা থাকবে, কাজের মান উন্নত হবে, দুর্বল দিকগুলোকে মানসম্মত রূপ দেয়া যাবে বলে তিনি মনে করেন। এপিএ নিয়ে সরকারের লক্ষ্য বাস্তবায়নে নির্ধারিত সময়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে কাজ সম্পন্ন করতে এই কর্মশালা অত্যন্ত সহায়ক হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। প্রত্যেকে তাঁর কাজ সম্পর্কে অবহিত হয়ে এপিএ অনুযায়ী কাজ সম্পাদন করলে আগামীতে কাজের অগ্রগতি আরও ভালো হবে এবং প্রতি বছর নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে, এই প্রত্যাশা রেখে ও সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বক্তব্য শেষ করেন।

৫৩তম বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলন উদ্বোধন

১ম পৃষ্ঠার পর

পরিকল্পনা সম্মেলনে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের উচ্চ ও মধ্য পর্যায়ের ১০৫ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মাননীয় মন্ত্রী বলেন, যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পূনর্গঠনে ও বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়নে বার্ড অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। বার্ডের পরীক্ষামূলক প্রকল্পগুলো সারা বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়িত হয়েছে। বর্তমানে এলজিইডি, উপজেলা কমপ্লেক্স, বিএডিসি বার্ডের সফল কর্মসূচির ফসল। তিনি আরও বলেন, স্থায়ীভাবে দেশের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন প্রসূত 'আমার বাড়ী আমার খামার' প্রকল্পের আওতায় লালমাই-ময়নামতি প্রকল্পের মাধ্যমে কুমিল্লার লালমাই অঞ্চলের পাহাড়ী এলাকার জনগণের জীবন-জীবিকার মানোন্নয়নে বিভিন্ন কম্পোনেন্ট বাস্তবায়িত হচ্ছে। তিনি সরকারের অগ্রাধিকারভুক্ত এজেন্ডা "আমার গ্রাম আমার শহর" বাস্তবায়নে বার্ড কে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহনের জন্য আহবান জানান।

সভাপতির বক্তৃতায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান বলেন, বার্ড বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়নের সূতিকাগারের ভূমিকা পালন করেছে। বার্ডের পরীক্ষামূলক প্রকল্পগুলো সারা বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়িত হয়েছে। বাংলাদশের উন্নয়নে বার্ডের পরীক্ষামূলক প্রকল্পগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় জনাব আ. ক. ম. বাহাউদ্দিন বাহার, এমপি বলেন, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) কুমিল্লা তথা বাংলাদেশের একটি ঐতিহ্যবাহী ও স্বনামধন্য গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। তিনি আরও বলেন, বার্ড অতীতের মত ভবিষ্যতেও পল্লী'র জনগণের ভাগ্য উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাবে।

নীতি নির্ধারনী পেপার উপস্থাপনায় বার্ডের মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহজাহান বার্ডের বর্তমান কার্যক্রম এবং "আমার গ্রাম আমার শহর" ও "কৃষি যান্ত্রিকীকরণের বিকাশ" শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণাসহ অন্যান্য প্রায়োগিক গবেষণার কথা তুলে ধরেন। বার্ড গত অর্থবছরে ১০টি আন্তর্জাতিক কোর্সসহ মোট ২৬৩টি কোর্সের মাধ্যমে ৯৫৫০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। জাতীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণের মধ্যে রয়েছে বিসিএস ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ, বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ, বিভিন্ন প্রকল্পের তৃণমূল পর্যায়ের সুফলভোগীদের জন্য আয়োজিত প্রশিক্ষণ কোর্স। গবেষণা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বার্ড গত বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলনের সিদ্ধান্তের আলোকে ১৪ টি গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করেছে। বার্ড বর্তমানে সরকারের রাজস্ব খাতের অন্তর্ভুক্ত লালমাই ময়নামতি প্রকল্প, বার্ড ভৌত সুবিধাদি উন্নয়ন প্রকল্প, বার্ড আধুনিকায়ন প্রকল্প এবং সিভিডিপি ৩য় পর্যায় প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এছাড়া বার্ড নিজস্ব অর্থায়নে ১৩টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি-সহ অন্যান্য অতিথিবর্গ মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে বার্ড কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন স্মারক গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন। পরবর্তীতে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় লালমাই-ময়নামতি প্রকল্পের ৩৫ জন সুফলভোগীর মাঝে ৩০ হাজার টাকা করে ১০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ঋণ বিতরণ করেন এবং মুজিব বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে অন্যান্য অতিথিবর্গসহ বার্ড প্রাঙ্গনে বৃক্ষরোপন করেন। উল্লেখ্য যে, লালমাই-ময়নামতি প্রকল্পের সুফলভোগীদের এ পর্যন্ত ৪ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

পরিকল্পনা সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বার্ডের পরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব মোহাম্মদ আবদুল কাদের। সম্মেলনে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বার্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক ড. মাসুদুল হক চৌধুরী।

একাডেমির প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২০)

বার্ডের প্রধান কার্যক্রমের মধ্যে প্রশিক্ষণ অন্যতম। প্রতিবছর নানা ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালিত হয়ে থাকে। এ সকল প্রশিক্ষণের মধ্যে রয়েছে বুনিয়াদি ও বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ, উদ্যোক্তা সংস্থার অর্থায়নে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ, পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন সংক্রান্ত সংযুক্তি, অবহিতকরণ ও পরিদর্শন কর্মসূচি, প্রকল্পের সুফলভোগীদের জন্য বিভিন্ন দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। এছাড়া বার্ড সেমিনার, কনফারেন্স, ওয়ার্কশপ ইত্যাদি নিয়মিতভাবে আয়োজন করে থাকে। চলতি অর্থ বছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২০ সময়ে বার্ডে মহিলা শিক্ষা, আয় ও পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্যোগে "আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে সকলের জন্য টেকসই ও মানসম্মত শিক্ষা প্রসার এবং সুসাস্থ্য অর্জনে উদ্বুদ্ধকরণ" বিষয়ক ক্যাম্পেইন কর্মশালা, মুজিব বর্ষ উপলক্ষে "রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও বাংলা ভাষাকে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে উপস্থাপনে জাতির পিতার ভূমিকা" এবং "বঙ্গবন্ধুর সামগ্রীক জীবন" শীর্ষক ২টি সেমিনার, ৫৩তম বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলন, এবং লালমাই ময়নামতি প্রকল্পের আওতায় বার্ড এ্যাকশন রিসার্চ প্রজেক্ট-এর প্রশিক্ষণ কোর্স আধুনিক পদ্ধতিতে ফল চাষ অনুষ্ঠিত হয়। এসব কোর্সে ৩৩০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

বার্ডে গবেষণা কার্যক্রম (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২০)

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) সূচনা লগ্ন থেকেই পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গবেষণা পরিচালনা করে আসছে। গ্রামীণ জীবনে বিদ্যমান সমস্যার কার্যকর সমাধানের উপায় উদ্ভাবনই বার্ডের গবেষণার মূল লক্ষ্য। বার্ডের গবেষণার ফলাফল সরকারের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে সহায়তা প্রদান করে থাকে যার ফলে পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। বার্ডের গবেষণা ফলাফলের উপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। তাছাড়া, গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে বার্ডের নিজস্ব প্রশিক্ষণ কোর্সের উপকরণ তৈরি করা হয় এবং তা প্রশিক্ষণ ক্লাশে ব্যবহার করা হয়। বার্ড নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত গবেষণা ছাড়াও দাতা ও সহযোগী সংস্থার অর্থায়নে গবেষণা পরিচালনা করে থাকে। বার্ডের অভিজ্ঞ অনুষদ সদস্যবৃন্দ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি গবেষণা প্রকল্প মূল্যায়নেও অবদান রাখছে। বার্ড নিয়মিত গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে পল্লীর উন্নয়নে অব্যাহতভাবে কার্যকর ভূমিকা রেখে চলেছে। উল্লেখ্য, বার্ড বরাবরই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন নীতি অনুসরণ করে গবেষণা পরিচালনা করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় Millennium Development Goals এর আলোকে বার্ড গবেষণা পরিচালনা করেছে তেমনিভাবে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত Sustainable Development Goals, বাংলাদেশ সরকারের রূপকল্প ২০২১, ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও রূপরেখা ২০৪১ এবং সরকারের প্রাধিকারভুক্ত বিষয়ের আলোকে পল্লী উন্নয়ন তথা জাতীয় উন্নয়নকে টেকসই করতে বার্ড গবেষণা পরিচালনা করছে।

নিম্নে বার্ডের গবেষণা কার্যক্রমের হালনাগাদ তথ্য প্রদান করা হলোঃ

২০২০-২১ অর্থবছরে বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলনে গৃহীত গবেষণাসমূহের শিরোনাম নিম্নরূপঃ

১. Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman: Rural Development Policies, Strategies and Initiatives

২. গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উপর কমিউনিটি রেডিওর প্রভাব

৩. Impact of COVID-19 Pandemic on Rural Livelihood

৪. মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের শারীরিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও খেলাধুলা ঐচ্ছিকীকরণের প্রভাব

৫. Effects of Vermicompost on Summer Grafted Tomato Sapling in Lalmai-Hilly Soils of Cumilla District

৬. Information and Communication Technology in Agricultural Development in Selected Areas of Bangladesh

৭. জীবন ও জীবিকাঃ একটি ইউনিয়ন সমীক্ষা

৮. Union Health Complex and Community Clinic in Providing Rural Health Services in COVID Situation

৯. PTU Studies on Selected Training Course in *Amar Bari Amar Khamar* (Lalmai Moinamoti Project

বার্ডের বিভিন্ন পর্যায়ে চলমান গবেষণাসমূহের শিরোনাম নিম্নরূপঃ

এছাড়া বর্তমানে বার্ড আরও ১৮ (আঠারো) টি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। চলমান গবেষণাসমূহের তালিকা নিম্নরূপঃ

1. Role of Agricultural Cooperatives in Ensuring Farmer's Wellbeing: Cases of Some Selected Areas of Bangladesh
2. Role of Agro-forestry in Achieving Food Security of Upland Smallholders: A Study on Lalmai Hill Areas of Cumilla District
3. Factors affecting Rural Urban Migration and Rural Change: Cases of Two Villages in Bangladesh.
4. Opportunities and Challenges in Utilizing Solar Energy for Irrigation and Home Systems
5. Determinants of Time Taken to First Marriage Dissolution in Rural Bangladesh: A Case of Cumilla District
6. Farmer's Knowledge, attitude and practice of mastitis in Cow
7. Adoption and Integration of ICT by Secondary School Teachers in Rural Schools of Bangladesh: An Analysis Using the Technology Acceptance Model (TAM)
8. Contemporary Knowledge of Clay Artisans in Bijoypur
9. Potentialities and Strategies of Public Private Partnership in Rural Development of Bangladesh
10. Family and Human Development Aspirations: Socialization at Bangladesh Transforming Villages
11. Interrelation between Socio-Economic Condition and Dietary Diversity in Rural Areas of Bangladesh: Analyzing the Determinants of Food Security
12. Adoption of ICT in Local Government Institutes in a Developing Country: An Empirical Study on Bangladesh Rural Local Government
13. Inclusive Education and Training Towards Autism for Empowerment: A Sociological Study of Selected Villages
14. কুড়িগ্রাম ও গোপালগঞ্জ জেলার দারিদ্র্যের স্বরূপ: প্রতিকার ও উন্নয়নে করণীয়
15. Climate Change Effects on the Livelihoods of Coastal Vulnerable People: A Case of South-Western Bangladesh
16. State of Primary Education in Rural Areas of Bangladesh
17. Union Parishad Complex in Bangladesh: Challenges and Potentialities
18. Engaging Community for Commercial Endeavour through Community Enterprise: Process, Problems and Prospects

সম্প্রতি সম্পাদিত গবেষণাসমূহ নিম্নরূপঃ

1. Micro Credit Operation by the Public Sector in BD: Origin, Performance and Replication.
2. River Bank Erosion and its Effects on Rural Society in Bangladesh
3. Lives and Hopes of the People of Former Enclaves inside Bangladesh: A search for National Development and Integrity
4. Reaping Demographic Dividends through ICT: A Case of LICT Project
5. Village Court and its Potentialities in Grievances Reduction of Bangladesh
6. Cost Benefit Analysis of Mechanized and Labour Intensive Crop Production

7. Present Conditions of Homestead Plantation in Cumilla: A Case Study of Four Villages
8. Livelihood and Social Inclusion Pattern of the Migratory Labourers: Cases of Five Districts of Bangladesh
9. Rural Transforming and Social Wellbeing of Selected Villages in Bangladesh
10. Effects of Climate Change on the Livelihood of Coastal Areas of Bangladesh
11. Effect of Conservation Agriculture based Tillage Options and Different Nutrient Management Practices on the Yield of Aus Rice-Aman Rice-Maize Cropping Pattern in Middle Meghna River Floodplain in Bangladesh

বঙ্গবন্ধু স্মারক সেমিনার অনুষ্ঠিত

১ম পৃষ্ঠার পর

পর্যায়ে সর্বক্ষেত্রে কার্যকর ভাবে বাংলার প্রচলন করতে হবে। বাংলা ভাষায় বিশ্ব মানের গবেষণা পরিচালনা করে বাংলা ভাষাকে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তবেই মাতৃভাষার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর দর্শন বাস্তবায়িত হবে। সেমিনারের মূল বক্তা জনাব হাবীবুল্লাহ সিরাজী "ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু: গোপন নথি ও আত্মজীবনী" শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। প্রবন্ধে তিনি জাতির পিতা এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ভাষা আন্দোলনের তথ্যসমৃদ্ধ ইতিহাস তুলে ধরেন। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন বার্ডের মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহজাহান। সেমিনারে ধন্যবাদজ্ঞাপন মূলক বক্তব্য প্রদান করেন বার্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক ড. মাসুদুল হক চৌধুরী। সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জনাব মোঃ আবদুল কাদের, পরিচালক (প্রশিক্ষণ)। সেমিনার পরিচালক-এর দায়িত্ব পালন করেন জনাব মিলন কান্তি ভট্টাচার্য্য, পরিচালক (গবেষণা), বার্ড। সহযোগী সেমিনার পরিচালক ও সহকারী সেমিনার পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন যথাক্রমে জনাব ফৌজিয়া নাসরিন সুলতানা, যুগ্ম পরিচালক, বার্ড ও জনাব মোঃ জামিল উদ্দিন, সহকারী পরিচালক, বার্ড। সেমিনারে বার্ডের অনুষদবর্গ, কর্মকর্তাসহ ভার্চুয়াল মাধ্যমে অন্যান্য সমধর্মী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

বার্ডে চলমান প্রকল্পসমূহের অগ্রগতির বিবরণ (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২০)

(ক) এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহ

১। একটি বাড়ী একটি খামার প্রকল্প (বার্ড অংশ): "সমন্বিত কৃষি কর্মকান্ডের মাধ্যমে কুমিল্লা জেলার লালমাই-ময়নামতি পাহাড়ী এলাকার জনগণের জীবন-জীবিকার মানোন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা ঃ কুমিল্লা জেলার তিনটি উপজেলার (আদর্শ সদর, সদর দক্ষিণ এবং বুড়িচং) ৮টি ইউনিয়নের ৬৮টি গ্রাম।

প্রকল্পের মেয়াদ ঃ জুলাই ২০১৬ - জুন ২০২২

প্রকল্পের বাজেট (বার্ড অংশ) ঃ ৫০৫৫.০০ লক্ষ টাকা

অর্থায়নকারী সংস্থা ঃ জিওবি

প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য ঃ

সমন্বিত কৃষি খামারকরণের মাধ্যমে কুমিল্লার লালমাই-ময়নামতি পাহাড়ী এলাকার গ্রামীণ জনগণের জীবন মানের উন্নয়ন সাধন করা। এর সুনির্দিষ্ট

উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে ঃ

১. জৈব উপায়ে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কৃষি জমির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ;
২. কৃষি খামার পদ্ধতিসমূহের উন্নয়ন;
৩. ভূ-পৃষ্ঠস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানির বিতরণ ও ব্যবহার উন্নত করা;
৪. বৈজ্ঞানিক উপায়ে মাছ চাষ বৃদ্ধিকরণ;
৫. গবাদি পশু/ডেইরী/পোল্ট্রি চাষের উন্নতিকরণ;
৬. কৃষিজাত পণ্যের বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ;
৭. প্রকল্প এলাকার জনগণের জীবন মান উন্নয়নের মূল্যায়ন।

প্রকল্পের কম্পোনেন্টসমূহ

১. একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের আদলে গ্রামভিত্তিক সংগঠন তৈরি, সদস্যভুক্তি ও ডাটাবেইস তৈরী
২. ক্ষুদ্র সঞ্চয় ও সহযোগিতার মাধ্যমে দরিদ্র জনগণের নিজস্ব পুঁজি গঠন করা
৩. কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবিকায়ন উন্নয়ন কার্যক্রম
৪. নার্সারি স্থাপন
৫. মৌমাছি পালন
৬. গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগী পালন এবং মাছ চাষের মাধ্যমে গ্রামীণ গরীব পুরুষ ও মহিলাদের আয় বৃদ্ধি করা
৭. আধুনিক ধান, সবজির বীজ ও চারা সরবরাহের মাধ্যমে গরীব কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করা
৮. বিশেষ আর্থিক সহায়তা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে হতদরিদ্রদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন
৯. আধুনিক জাতের ফল চাষাবাদের মাধ্যমে গ্রামীণ পুষ্টি উন্নয়ন
১০. জৈব প্রযুক্তি তথা মাটির উর্বরতা বজায় রাখা, ভার্মি কম্পোস্ট/কুইক কম্পোস্টের মাধ্যমে উর্বরতা রক্ষা ও উন্নয়ন করা।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি

- উক্ত সময়ে ৫টি সহ মোট ২৯৪টি সংগঠন সৃজন হয়েছে।
- উক্ত সময়ে ৯৯৪ জনসহ সর্বমোট ১৩,০৮০ জন সদস্য সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।
- উক্ত সময়ে ৪২,৭৪,৪৮৩/- টাকাসহ সর্বমোট ৩,৯৩,৩৪,৫৩৩/- টাকা সঞ্চয় সংগ্রহ করা হয়েছে।
- উক্ত সময়ে সাধারণ ঋণ ৪৮৫ জনকে ৯৯,৭৪,০০০/- টাকাসহ সর্বমোট ২,৬৮৫ জনকে ৪,০৫,০৪,০০০ ঋণ প্রদান করা হয়েছে। সেপ্টেম্বর মাসে ২৮,০৪,৮৬৮ সহ সর্বমোট ১,৯৯,৯৩,৩৪১ টাকা আদায় হয়েছে।
- এ পর্যন্ত ২,০৫০ জনকে ২৫,০০০ টাকা করে মোট ৫,১২,৫০,০০০ টাকা বিশেষ ঋণ (সুদমুক্ত) প্রদান করা হয়েছে। উক্ত সময়ে ৮০,৭২,২০০/- টাকাসহ সর্বমোট ১,৪০,০৯,৪০০ টাকা আদায় হয়েছে।
- উক্ত সময়ে ৩৮২ কেজি কেঁচো ও ৪,৬১০ কেজি কেঁচো সার বিক্রি করা হয়েছে।
- ৯৬৪ জন সুফলভোগীর মাঝে ১৯,২৮০টি হাঁসের বাচ্চা বিতরণ করা হয়েছে।
- উক্ত সময়ে ১৬২ জন সুফলভোগীর মাঝে ৩ কেজি করে ৪৮৬ কেজি মাছের পোনা বিতরণ করা হয়েছে।
- ফলের বাগান করার জন্য ২৪২ জন সুফলভোগীর মাঝে ২৫-১০০টি করে মোট ১৩,২০০টি বিভিন্ন জাতের ফলের চারা বিতরণ করা হয়েছে।
- সংগঠন পর্যায়ে প্রতি সংগঠনের ১৫ জন সদস্যকে ৪টি করে মোট ২,৫৪৯ জনকে ১০,২২৪টি বিভিন্ন জাতের ফলের চারা বিতরণ করা হয়েছে।
- ২টি ব্যাচে ৬০ জনসহ মোট ২৭৩টি ব্যাচে সর্বমোট ৭,৯৭২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেট ১১,৬৪,২১,৫০০/- টাকা। সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ২,৬২,৮৭,৩২৯/- টাকা ব্যয় হয়েছে।

২। বার্ডের ভৌত সুবিধাদি উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা ঃ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কোটবাড়ী, সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা।

প্রকল্পের বাজেট ঃ ৩৪৩৯.৬৫ লক্ষ টাকা

অর্থায়নকারী সংস্থা ঃ জিওবি

প্রকল্পের মেয়াদ ঃ জানুয়ারি ২০১৭ - ডিসেম্বর ২০২০

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে বার্ডের ভৌত সুবিধাদির আধুনিকায়ন ও মান উন্নয়নের মাধ্যমে বার্ডের প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা সম্পাদনের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের কম্পোনেন্টসমূহ

(ক) গবেষণা, প্রশিক্ষণ, প্রকল্প বিভাগসহ বিভিন্ন বিভাগ ও শাখার অটোমেশন;

(খ) আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত ৫ তলা সম্মেলন কক্ষ-কাম শ্রেণি কক্ষ নির্মাণ;

(গ) ৩ তলা স্কুল ভবন নির্মাণ;

(ঘ) আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত ৫ তলা হোস্টেল নির্মাণ;

(ঙ) সুইমিং পুল নির্মাণ;

(চ) ০১টি কোস্টার, একটি জীপ ক্রয় এবং অন্যান্য অফিস যন্ত্রপাতি ক্রয়।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি

• বার্ডের বিভিন্ন বিভাগ/শাখার অটোমেশনের আওতায় ক্যাফেটেরিয়া, মেডিকেল সেন্টার এবং যানবাহন ব্যবস্থাপনার তৈরীকৃত সফটওয়্যার এর উপর ১ম পর্যায়ের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।

• সম্মেলন কক্ষ-কাম-ক্লাস রুম নির্মাণ কাজের থাই এলুমিনিয়ামের ফ্রেম লাগানো হয়েছে। বৈদ্যুতিক ওয়ারিং ৯৫% সম্পন্ন হয়েছে। সেনিটারী প্লাম্বিং ফিকচার নির্বাচন হয়েছে।

• হোস্টেল নির্মাণ কাজের ৩য় ও ৪র্থ তলার টাইলস ফিটিংস কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সুইমিং পুল নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

• স্কুল নির্মাণ কাজের প্লাম্বিং ও সেনিটারী: কমোড, বেসিন লাগানোর কাজ এবং বৈদ্যুতিক সুইচ সকেট, ফ্যান লাইট ফিটিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

• ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেট ৯,৪০,০০,০০০.০০ টাকা। সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত কোন অর্থছাড় হয়নি।

৩। "সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (৩য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা : বাংলাদেশের ০৫টি বিভাগের ১৫টি জেলার ১৬টি উপজেলা।

প্রকল্পের মেয়াদ : জানুয়ারি ২০১৮ - ডিসেম্বর ২০২১

বাজেট : ৩০১০৫.০০ লক্ষ টাকা

অর্থায়নকারী সংস্থ : জিওবি

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো গ্রাম ভিত্তিক সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি সংগঠন করা এবং স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরে গ্রামীণ জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা।

প্রকল্পের কম্পোনেন্টসমূহ

১. উন্মুক্ত সদস্যপদ।
২. উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রশিক্ষণ।
৩. প্রশিক্ষিত বিষয় ভিত্তিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মী সৃষ্টি।
৪. সমিতির নিজস্ব পুঁজি বিনিয়োগ।
৫. স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন।
৬. অর্থনৈতিক ও আত্মকর্মস্থান কার্যক্রম গ্রহণ।
৭. সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ। এবং
৮. মাসিক যৌথ সভা।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি

• কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজনের কাজ স্থগিত রয়েছে।

• স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণে মাসিক যৌথ সভা অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর হতে অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। মাসিক যৌথসভার টাকা উপজেলা পর্যায়ে প্রকল্পের ব্যাংক হিসাব নম্বরে প্রেরণ করা হয়েছে। মাসিক যৌথসভা পূর্বের ন্যায় যথারীতি অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

• গ্রাম কর্মীর ভাতা পরিশোধের উপর স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে। গ্রামকর্মীর ভাতার টাকা উপজেলা পর্যায়ে প্রকল্পের ব্যাংক হিসাবে প্রেরণ করা হয়েছে।

• ২০২০-২০২১ অর্থবছরে গ্রাম তথ্য বই (Village resource book) প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ রয়েছে। প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক এতদবিষয়ে বাজেট বিভাজন অনুমোদন এবং জরিপ কাজে ব্যবহৃত প্রশ্নপত্রসমূহ যাচাই-বাছাই ও পর্যালোচনা শেষে প্রকল্পে নতুন অর্ন্তভূক্ত ১৯টি উপজেলায় মোট ১,১৪০টি গ্রাম তথ্য বই (Village resource book) তৈরি করা হবে।

• বুড়িচং এবং আদর্শ সদর উপজেলায় প্রকল্প এলাকায় গ্রাম সফর করা হয়েছে।

ক) "বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি আধুনিকায়ন" প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা : বার্ড ক্যাম্পাস।

প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১৯ - জুন ২০২২

বাজেট : ৪৮৫৫.০০ লক্ষ টাকা

অর্থায়নকারী সংস্থা : জিওবি

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) এর ভৌত সুবিধাদি শক্তিশালী করার মাধ্যমে এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা যাতে করে এটি আরও দক্ষতার সাথে প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা।

প্রকল্পের কম্পোনেন্টসমূহ

১. অফিস ভবন এবং আবাসিক বিল্ডিং আধুনিকায়ন/নির্মাণ।
২. হোস্টেলসমূহ আধুনিকায়ন।
৩. অফিস সরঞ্জামাদি/আসবাবপত্র ক্রয়।
৪. ইনডোর স্পোর্টস কমপ্লেক্স নির্মাণ।
৫. লন টেলিস কোর্ট নির্মাণ।
৬. বার্ড ক্যাফেটেরিয়ার জন্য আধুনিক ওয়াশ রুম ও রান্নঘর নির্মাণ।
৭. হোস্টেলের জন্য অপেক্ষাগারসহ অভ্যর্থনা অফিস নির্মাণ
৮. বার্ড ক্যাম্পাসে অবস্থিত দুটি পুকুর খনন এবং এর পাড় বাঁধাই করণ (লাইটিংসহ)
৯. বার্ডের বিতরের সার্কুলার রোড ও এপ্রোস রোড এবং অফিস এলাকার ওয়াকওয়ে নির্মাণ
১০. বাউন্ডারী ওয়ালের অংশ বিশেষ পুন:নির্মাণ
১১. বার্ড এর অভ্যন্তরীণ ড্রেইনেজ ব্যবস্থা উন্নীতকরন/সংস্কার
১২. বন্ধ পরিবেশে নিবিড় পদ্ধতিতে মাছ চাষের জন্য ১টি স্পাউটিং ফাউন্টেইন নির্মাণ।
১৩. একটি পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট স্থাপন।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি

• প্রকল্পটি মধ্যম অগ্রাধিকারভূক্ত করার জন্য মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে এবং অর্থছাড়ের চেষ্টা করা হচ্ছে।

• বার্ডের ভিতরের সার্কুলার রোড ও এপ্রোচ রোড সংস্কারের কাজ চালু রাখার বিষয়ে মহাপরিচালক, পরিচালক (প্রশাসন), পরিচালক (প্রকল্প) ও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের সাথে প্রকল্প পরিচালক এর আলোচনা হয়েছে। তারা কাজটি শুরু করবে বলে অবগত করেন।

• প্রকল্পটির মোট বাজেট ৪৮৫৫.০০ লক্ষ টাকা এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেট ১৫ কোটি টাকা। প্রকল্প নিম্ন অগ্রাধিকারভূক্ত হওয়ায় কোন অর্থ ছাড় হয়নি।

(খ) বার্ডের রাজস্ব বাজেটভুক্ত প্রকল্পসমূহ

১। "গ্রাম সংগঠন ও ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে পল্লীর জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা : কুমিল্লা জেলার বরুড়া উপজেলার ৪নং খোশবাস (দক্ষিণ) ইউনিয়নের ১৩টি গ্রাম।

প্রকল্পের বাজেট : ১০ লক্ষ টাকা (২০১৯-২০২০)

অর্থায়নকারী সংস্থা : বার্ড

প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১৫- জুন ২০২০

প্রকল্পে উদ্দেশ্য : স্থানীয় সরকার এবং গ্রাম সংগঠনের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পল্লী লাকার জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সাধন করা।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ

• ১৩টি গ্রামে গ্রাম সংগঠনের মাধ্যমে প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে।

• মোট সদস্য সংখ্যা হয়েছে ৮৪৩ জন এবং তাদের মোট শেয়ারের সংখ্যা ৩,৪৫৮টি।

• সদস্যদের মোট শেয়ার জমা হয়েছে ৩,৪৫,৮০০/- টাকা এবং মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ ২৪,০৮,১৫৯/- টাকা।

• সদস্যদের মোট পুঁজি ৫৯,১৯,৪৮৩/- টাকা এবং মোট বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ৩৯,১৯,৭২৬/- টাকা।
• উক্ত সময়ে ১৫টি সেলাই মেশিন, ১৫ সেট প্লাম্বিং, সেনিটারী ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম এর টুলবক্স বিতরণ করা হয়েছে।
• ৩০ জন সুফলভোগীকে মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ২টি ব্যাচে আধুনিক পদ্ধতিতে হাঁস পালন শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স বাস্তবায়ন করে তাদের মাঝে ১৪৭০টি হাঁসের বাচ্চা বিতরণ করা হয়েছে।
• ডিজিটাল ডাটাবেস প্রণয়নের জন্য তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োজন, তাদের প্রশিক্ষণ ও তথ্য সংগ্রহ শুরু করা হয়েছে।

২। মহিলা শিক্ষা, আয় ও পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা ঃ কুমিল্লা আদর্শ সদর, সদর দক্ষিণ, বুড়িচং ও বরুড়া উপজেলার ২৪টি গ্রাম
প্রকল্পের বাজেট বরাদ্দ ঃ ১০.০০ লক্ষ টাকা (২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রাপ্ত বাজেট)
অর্থায়নের উৎস ঃ বার্ড রাজস্ব খাত
প্রকল্পের মেয়াদ ঃ জুলাই ২০১৪- জুন ২০২০

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো নারীদের বিভিন্ন দলে (আনুষ্ঠানিক/অনানুষ্ঠানিক) সংগঠিত করে তাদের নেতৃত্বের বিকাশ সাধন, প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার মাধ্যমে তাদের জ্ঞান, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং যথাযথ প্রযুক্তি হস্তান্তরের ব্যবস্থা নেয়া। নারীদের অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং ব্যবহারিক শিক্ষার হার বৃদ্ধি এবং ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ করে মেয়েদের স্কুলে অর্ন্তভুক্তি ও অবস্থানের হার বৃদ্ধি করা এবং খাদ্য পুষ্টি, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার ও পরিবেশ উন্নয়ন বিষয়ে নারীদের সুশিক্ষিত ও সচেতন করে তোলা এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সার্ভিসের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ব্যবস্থা নেয়া। গ্রামের নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থানের মানোন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের সঠিক দিক নির্দেশনা বিষয়ক একটি মডেল উদ্ভাবন করাই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি

• ৪টি উপজেলায় ২৪টি গ্রামে প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে।
• মোট সদস্যভুক্তি ১,১০৮ জন এবং মোট পরিবারভুক্তি ৯২৮টি।
• ২১/০৭/২০২০ তারিখে দুর্লভপুর মহিলা সংগঠনে "করোনা (কোভিড-১৯) পরিস্থিতিতে সংগঠন ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যালোচনা এবং স্বাস্থ্য পরিবেশ সুরক্ষা ও খাদ্য পুষ্টি উন্নয়নে করণীয়" বিষয়ক কর্মশালা করা হয়েছে।

• ৬টি নিয়মিত পাক্ষিক প্রশিক্ষণ ক্লাসের মাধ্যমে ৩৬৯ জন সদস্যাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং এ পর্যন্ত ৮০৫টি পাক্ষিক প্রশিক্ষণ ক্লাসের মাধ্যমে ২০,৫৬১ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
• সদস্যাদের নিকট হতে সঞ্চয় ১,৭০,৬৪৬/- টাকা এবং শেয়ার ১,২৫,৮৮০/- টাকা আদায় করা হয়েছে। এ পর্যন্ত মোট সঞ্চয় ১,০৮,০৩,৪১৭/- টাকা এবং শেয়ার ৩৩,৭৮,১৮৩/- টাকা আদায় করা হয়েছে।
• এ পর্যন্ত সর্বমোট ২,৮০৯ জনকে ২,২৩,১৮,৬০০/- টাকা ঋণ দেয়া হয়েছে।
• সদস্যাদের নিকট হতে ঋণ আদায় করা হয়েছে ১,৭৫,০০০- টাকা। এ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ঋণ আদায় ২,১৮,৮৫,০০৯/- টাকা।
• ৩টি সংগঠনের বার্ষিক সাধারণ সভা করা হয়েছে এবং এতে ২,০০,০০০/- টাকা লভ্যাংশ বিতরণ করা হয়েছে।
• প্রকল্প সংশ্লিষ্ট জরিপ, গবেষণা পরিবীক্ষণ ও অভিজ্ঞতা বিষয়ক ০৪টি উইড প্রতিবেদন জমা দেয়া হয়েছে।
• ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেট ১০.০০ লক্ষ টাকা। সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৬৯,৮০০/- টাকা।

৩। পল্লী এলাকায় উন্নত সেবা সরবরাহে ই-পরিষদ প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা ঃ সদর দক্ষিণ উপজেলার জোড়কানন (পূর্ব) ইউনিয়ন
প্রকল্পের মেয়াদঃ জুলাই ২০১২ - জুন ২০২০
প্রকল্পের বাজেট ঃ ৫.০০ লক্ষ টাকা (২০১৯-২০২০)
অর্থায়নকারী সংস্থা ঃ বার্ড

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো গ্রামীণ জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে তাদের নিকট অত্যাবশ্যকীয় সেবা সরবরাহ করা তথা স্থানীয় পর্যায়ে তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক (ICT) প্ল্যাটফর্ম সৃষ্টির মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন সাধন করা।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি

• নবনিযুক্ত তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
• প্রকল্পের আওতায় ২টি কম্পিউটার ও ১টি প্রিন্টার ক্রয় করা হয়েছে।
• খানা প্রোফাইল তৈরির তথ্য সংগ্রহের জন্য তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে।
• সফটওয়্যার এর মাধ্যমে খানা প্রোফাইল তৈরির বিষয়ে উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, মেম্বার, নবনিযুক্ত তথ্য সংগ্রহকারী এবং সুপারভাইজারগণকে অবহিতকরণ ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
• সার্ভার ক্রয়ের কাজ চলমান রয়েছে।
• ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেট ১০.০০ লক্ষ টাকা।

৪। "বার্ড প্রদর্শনী দুগ্ধ, ছাগাল পোল্ট্রি খামার" প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা ঃ বার্ড ক্যাম্পাস
প্রকল্পের মেয়াদ ঃ জুলাই ২০১৬ - জুন ২০২০
প্রকল্পের বাজেট ঃ ২৬.৯০ লক্ষ টাকা (২০১৯-২০২০)
অর্থায়নকারী সংস্থা ঃ বার্ড

রত্নাবতী মহিলা সংগঠনে আয়োজিত আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা ও কন্যা শিশু দিবস এর প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার প্রদান করছেন প্রকল্প পরিচালক বেগম নাছিমা আক্তার

শালমানপুর গ্রামের তাহমিনা আক্তার কর্তৃক বায়োফ্লক পদ্ধতিতে শিং মাছের চাষ

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

(১) গাভী ও ছাগল পালনের বিজ্ঞানসম্মত বিষয়গুলো প্রদর্শন;
(২) বার্ডের প্রাণিসম্পদ বিষয়ে প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম সম্প্রসারণ;
(৩) গাভী ও ছাগল পালনে নতুন নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ।
(৪) গ্রামের খামারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি

- বার্ড প্রদর্শনী দুগ্ধ খামারের অভ্যন্তরে পাকচং ঘাস উৎপাদন করা হচ্ছে।
- খড় ও ঘাস কাটার জন্য চপার মেশিন ব্যবহার করা হচ্ছে।
- খামারের গরু ও ছাগলগুলোকে ট্যাগিং করা হয়েছে।
- হাঁসগুলোকে ডাক প্লেগ রোগের ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে।
- চারণভূমি উন্নয়নে আগাছা পরিষ্কারকরণ ও গাছের ডালপালা কর্তন করা হয়েছে।
- খামারে খাদ্য সরবরাহের জন্য প্রতিষ্ঠানকে তালিকাভুক্তকরণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- যন্ত্রপাতি রাখার জন্য শেড মেরামত করা হয়েছে।
- আগস্ট মাসে খামারে ৩,৫১১টি হাঁসের ডিম এবং ৩৯১.৫ কেজি দুধ উৎপাদন ও বিক্রি করা হয়েছে।
- ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেট ৩৮.০০ লক্ষ টাকা। সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত মোট ব্যয়ঃ ২,৩৫,৬১৫/- টাকা।

৫। "মাশরুম উন্নয়ন ও চাষ" শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা ঃ বার্ড ক্যাম্পাস
মেয়াদ ঃ অক্টোবর ২০১৮- আগস্ট ২০২০
বাজেট ঃ ৪.৫০ লক্ষ টাকা (২০১৯-২০২০)
অর্থায়নকারী সংস্থা ঃ বার্ড

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

১. টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে মাশরুমের বীজ (পিউর কালচার) উৎপাদন ও সংরক্ষণ;
২. পিউর কালচার থেকে মাদার কালচার তৈরি করা;
৩. মাদার কালচার তেকে বাণিজ্যিক স্পন তৈরি করা;
৪. বাণিজ্যিক স্পন থেকে মাশরুম উৎপাদন করা;
৫. চাষী পর্যায়ে মাশরুম উৎপাদন চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা; এবং
৬. উৎপাদিত মাশরুম এর সঠিক ও লাভজন বিপণন নিশ্চিত করা।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ

- ৪,৩২৮টি বাণিজ্যিক স্পন তৈরি করা হয়েছে।
- এ সময়ে ৩৯ কেজি মাশরুম উৎপাদন করা হয়েছে।
- মাশরুম সেন্টারের পরিবেশ উন্নয়ন করা হয়েছে।
- মাশরুম প্রকল্পের প্রস্তাবিত নতুন স্থাপনার ডিজাইন ও প্রাক্কলন তৈরি করা হয়েছে।
- মাশরুম ইন্সটিটিউট, সাভার থেকে মাশরুমের মাদার স্পন/বীজ সংগ্রহ করা হয়েছে।
- সেন্টার স্থানান্তরের লক্ষ্যে ডিজাইন তৈরি ও সেড নির্মাণের প্রস্তুত চলছে।
- ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেট ৫.০০ লক্ষ টাকা। সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৩৭,৮৪৭/- টাকা।

৬। "বার্ড প্রদর্শনী মৎস্য খামার" প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা ঃ বার্ড ক্যাম্পাস
মেয়াদ ঃ জুলাই ২০১৮- জুন ২০২০
বাজেট ঃ ১২.০০ লক্ষ টাকা (২০১৯-২০২০)
অর্থায়নকারী সংস্থা ঃ বার্ড

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

১. বার্ড ক্যাম্পাসে মৎস্য নার্সারী সম্বলিত একটি আধুনিক প্রদর্শনী মৎস্য খামার গড়ে তোলা;
২. গুণগত মানসম্পন্ন মৎস্য বীজ উৎপাদন করা; এবং
৩. মৎস্যচাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের ব্যবহারিক পাঠদান।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি

- মৎস্য খামার হতে ২১০ কেজি উন্নত জাতের মাছের পোনা বিক্রয় করা রয়েছে।
- বায়োফ্লক ইউনিটে পরীক্ষামূলক ভাবে মাছ চাষ শুরু করা হয়েছে।
- বায়োফ্লকের ২টি ট্যাংকে (২০,০০০ লিটার) মোট ৪,০০০ টি পোনা মজুদ করা হয়েছে।
- রুই, কাতলা ও মৃগেল মাছের নতুন রেণু পোনা মজুদ করা হয়েছে।
- খামারে মাছের খাদ্য প্রদান, ঔষধ প্রয়োগসহ অন্যান্য কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।
- ২০২০-২১ অর্থ বছরের মোট বাজেট ১৯ লক্ষ টাকা। সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১,৪০,০০০/- টাকা।

৭। "কমিউনিটি এন্টারপ্রাইজের মাধ্যমে প্লাবন ভূমিতে মৎস্য চাষ ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন" প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা ঃ কুমিল্লা জেলার মনোহরগঞ্জ ও লাকসাম উপজেলার দু'টি ইউনিয়ন
মেয়াদ ঃ জুলাই ২০১৯- জুন ২০২২
বাজেট ঃ ১০.০০ লক্ষ টাকা (২০১৯-২০২০)
অর্থায়নকারী সংস্থা ঃ বার্ড

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

প্লাবনভূমিতে কমিউনিটি এন্টারপ্রাইজ গঠনের মাধ্যমে পরিকল্পিত উপায়ে মৎস চাষের ব্যবস্থাপনা কৌশল উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ করা। নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা; এবং এন্টারপ্রাইজকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ফরোয়ার্ড-ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজের মাধ্যমে এলাকার তরুন ও দরিদ্র জেলেদের কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন ও অন্যান জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি

- মূলধন শেয়ারের মাধ্যমে ৩টি এন্টারপ্রাইজে মোট ৩০,০০,০০০/- টাকার তহবিল গঠন হয়েছে।

"ইছাপুরা প্লাবনভূমি মৎস্য চাষ কমিউনিটি এন্টারপ্রাইজ" এর সাধারণ সভায় বক্তব্য প্রদান করেন লাকসাম পৌরসভার সম্মানিত মেয়র জনাব মোঃ আবুল খায়ের

• প্রায় ৫ লক্ষ বিভিন্ন প্রজাতির পোনা মজুদ করা হয়েছে।

• প্রায় ২৫০ টন মাছ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

• গত ২৫ আগস্ট লাকসাম উপজেলার গোবিন্দপুর ইউনিয়নের ইছাপুরা গ্রামে "ইছাপুরা প্লাবনভূমি মৎস্য চাষ কমিউনিটি এন্টারপ্রাইজ" এর সদস্যদের সাথে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত সভায় লাকসাম উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান, পৌরসভার মেয়র, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পরিচালক (প্রকল্প) বার্ড, পরিচালক (কৃষি ও পরিবেশ) বার্ড এবং বার্ড ও শিসউকের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

• ২টি এন্টারপ্রাইজে মৎস্য আহরণ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এর মধ্যে "ইছাপুরা মৎস্য চাষ কমিউনিটি এন্টারপ্রাইজের" মোট ৩ টন মাছ আহরণ করা হয়েছে, যার বিক্রয় মূল্য ৪,৮৭,৭০০/- টাকা। এছাড়া "আতাকরা মিজিয়াপাড়া মৎস্য চাষ কমিউনিটি এন্টারপ্রাজের" মোট ২ টন মাছ আহরণ করা হয়েছে, যার বিক্রয় মূল্য ৩,২৫,০০০/- টাকা।

• ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেট ১০.০০ লক্ষ টাকা। সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৪৫,০০০/- টাকা।

৮। "ইনকিউবেটরের মাধ্যমে গ্রামীণ পোল্ট্রি শিল্পের উন্নয়ন ও মহিলাদের আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ" শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা ঃ কুমিল্লা জেলার আদর্শ সদর, লালমাই, লাঙ্গলকোট ও মনোহরগঞ্জ উপজেলার ৬০টি গ্রাম।

মেয়াদ ঃ জুলাই ২০১৯- জুন ২০২০

বাজেট ঃ ১০.০০ লক্ষ টাকা (২০১৯-২০২০)

অর্থায়নকারী সংস্থা ঃ বার্ড

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

গ্রামীণ পোল্ট্রি শিল্পের উন্নয়ন। গ্রামীণ মহিলাদের আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ ও নারীর ক্ষমতায়ন। গ্রামীণ মহিলাদের ইনকিউবেটর পরিচালনা ও হাঁস-মুরগি পালনের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান; এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষক পরিবারের মহিলাদের মাঝে ডিম ফোটানোর মেশিন (ইনকিউবেটর) সরবরাহ।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতিঃ

• ইনকিউবেটর প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল তৈরি করা হয়েছে।

• লালমাই উপজেলার বেলগর ইউনিয়নের ১৫টি গ্রামের সুফলভোগী নির্বাচন করা হয়েছে।

• ১ম ব্যাচে ১৫ জন সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং তাদেরকে প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল প্রদান করা হয়েছে।

• ১৫ জন সুফলভোগীকে ১৫টি ইনকিউবেটর প্রদান করা হয়েছে।

• ২০২০-২১ অর্থ বছরের মোট বাজেট ৩,৭০,০০০/- টাকা।

৯। কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ও যৌথ খামার ব্যবস্থাপনা ও শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা ঃ বার্ড ক্যাম্পাসের কৃষি গবেষণা ও প্রদর্শনী কমপ্লেক্স, কুমিল্লা জেলার লাকসাম ও আদর্শ সদর উপজেলা।

মেয়াদ ঃ জুলাই ২০১৯- জুন ২০২০

বাজেট ঃ ৩০.০০ লক্ষ টাকা (২০১৯-২০২০)

অর্থায়নকারী সংস্থা ঃ বার্ড

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো শস্য উৎপাদন, মূলত: ধান উৎপাদন খরচ কমিয়ে আনার জন্য চাষাবাদে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার। আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহরের বিষয়ে মাঠ পর্যায়ের কৃষকদের প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণ। প্রাপ্ত প্রায়োগিক গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে সরকারের নীতি নির্ধারনে পরাপর্শ প্রদান করা।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি

• প্রকল্পভুক্ত এলাকায় (লাকসাম) আমন মৌসুমের জন্য ব্রি ধান ২২ ও ব্রি ধান ৪৬ জাতের মোট ৫০০ কেজি ধান বীজ বিতরণ করা হয়েছে।

• বার্ড ক্যাম্পাসে প্লটে যন্ত্রের সাহায্যে ব্রি ধান ৪৬ এবং ব্রি ধান ৯৫ রোপন করা হয়েছে।

• প্রকল্প এলাকায় কমিউনিটি এন্টারপ্রাইজ ও বার্ডের মধ্যকার ২০২০-২১ বছরের চুক্তি নবায়নের বিষয়ে এন্টারপ্রাইজের সদস্যদের সাথে আলোচনা করে চুক্তির খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে।

• সার, কীটনাশক ক্রয়কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

• বীজ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে বোরো মৌসুমের বীজ প্রদানের জন্য চিঠি প্রেরণ করা হয়েছে।

• প্রকল্প এলাকায় ২০২০-২১ বছরের চুক্তি নবায়নের বিষয়ে মহাপরিচালক মহোদয়ের নিদের্শনা অনুযায়ী প্রকল্পের সুফলভোগীদের সাথে আলোচনা করে চুক্তি খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে।

• প্রকল্প এলাকার অন্তর্ভুক্ত নতুন জমি পানিতে প্লাবিত থাকায় ডিজিটাল ল্যান্ড সার্ভে কাজটি স্থগিত রয়েছে। উক্ত সার্ভে কাজটি ফেব্রুয়ারি ২০২১ সময়ে সম্পন্ন করা হবে।

•ট্রাক্টর দিয়ে জমি চাষ সম্পন্ন হয়েছে।

• প্রকল্প এলাকা লাকসামে প্রকল্পের সাইনবোর্ড স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

• ২০২০-২১ অর্থ বছরের মোট বাজেট ৩৮.৩৫ লক্ষ টাকা।

১০। "বার্ড প্লান্ট মিউজিয়াম" প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা ঃ বার্ড ক্যাম্পাস

মেয়াদ ঃ জুলাই ২০১৯- জুন ২০২০

বাজেট ঃ ৫.০০ লক্ষ টাকা (২০১৯-২০২০)

অর্থায়নকারী সংস্থা ঃ বার্ড

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো উন্নত মানের ফলের জাত সংরক্ষণ করা। মাতৃবাগান সৃজনের মাধ্যমে উন্নত জাতের গুণগত মানসম্পন্ন চারা উৎপাদন করা। উৎপাদিত চারা সুলভ মূল্যে কৃষকদেরকে সরবরাহ করা। ফল চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের ব্যবহারিক পাঠদান করা।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি

• চারা রোপন উদ্বোধন করা হয়েছে।

• প্লান্ট মিউজিয়ামের প্লট তৈরির জন্য ৫ টন কেঁচো সার প্রয়োগ করা হয়েছে এবং ২ বার জমি চাষ দেয়া হয়েছে।

• গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে মহাপরিচালক মহোদয় কর্তৃক ফলের চারা রোপনের মধ্য দিয়ে প্লটে চারা রোপন কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

• লে-আউটের কাজ চূড়ান্ত করে মূল প্লটে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

প্লান্ট মিউজিয়ামের চারা রোপন কার্যক্রম উদ্বোধন করেন বার্ডের মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহজাহান

• "বার্ড প্লান্ট মিউজিয়াম" নাম অনুযায়ী স্থায়ী সাইনবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে।
• ২০২০-২১ অর্থ বছরের মোট বাজেট ৬.০০ লক্ষ টাকা এবং সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ১২,০০০/- টাকা ব্যয় হয়েছে।

১১। বছর ব্যাপী সবজি উৎপাদন শীর্ষক প্রকল্প
প্রকল্প এলাকা ঃ বার্ড ক্যাম্পাস
মেয়াদ ঃ জুলাই ২০১৯- জুন ২০২০
বাজেট ঃ ১.২০ লক্ষ টাকা (২০১৯-২০২০)
অর্থায়নকারী সংস্থা ঃ বার্ড

প্রকল্পের উদ্দেশ্য
প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো প্রদর্শনী প্লটে আধুনিক পদ্ধতিতে বছর ব্যাপি বিভিন্ন ধরনের সবজি উৎপাদন। বার্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মাঝে তাদের চাহিদা মোতাবেক নিরাপদ সবজি সরবরাহ করা। বার্ডে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের আধুনিক পদ্ধতিতে সবজি উৎপাদন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতিঃ
• রাসায়নিক সার ও জৈব সার ক্রয় করা হয়েছে।
• উৎপাদিত গ্রীষ্মকালীন সবজিসমূহ বার্ডের বিভিন্ন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মাঝে বিক্রয় করা হয়েছে।
• বিভিন্ন ধরনের শীতকালীন সবজি যেমন টমেটো, বাঁধাকপি, ফুলকপি, ডাটাশাক, লালশাক, লাউশাক ও শিম লাগানো হয়েছে।
• ২০২০-২১ অর্থ বছরের মোট বাজেট ২.৫০ লক্ষ টাকা এবং সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৩৮,০১২/- টাকা।

১২। "অভিযোজন পদ্ধতিতে চরাঞ্চলের মানুষের জীবিকার মানোন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প
প্রকল্প এলাকা ঃ কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলা
মেয়াদ ঃ জুলাই ২০১৯- জুন ২০২০
বাজেট ঃ ১১.৫০ লক্ষ (বার্ড রাজস্ব খাত)
অর্থায়নকারী সংস্থা ঃ বার্ড

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতিঃ
•২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বিতরণকৃত বিভিন্ন উপকরণ (বর্জ্জনিরোধক, বায়ু নিরোধক, ফল ও ঔষধী গাছের চারা, শাক-সবজির চারা ও বীজ, আমান ধানের বীজ, হাঁস-মুরগির বাচ্চা, কোয়েল, সেলাই মেশিন, কল্যান ইনকিউবেটর, বায়োফ্লক, মাছের খাঁচা ইত্যাদি) সুফলভোগীদের বাড়ি ও খামার মনিটরিং করা হচ্ছে।
• ভাসমান বেড তৈরির স্থান নির্ধারণ ও উপকরণ ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করা হয়েছে।
• সুফলভোগীদের নিয়ে সভার আয়োজন করা হয়েছে।
• বেইজ লাইন সার্ভের প্রশ্নপত্র তৈরির কাজ চলমান রয়েছে।
• ভাসমান বেডের জন্য বীজ, সার ও কাস্তে সংগ্রহ করা হয়েছে।
• এক্সক্লুসিভ বেইজ লাইন সার্ভের প্রশ্নপত্র প্রণয়ণের কাজ চলমান রয়েছে।
• সমিতি রেজিস্ট্রেশনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
• ০৪ দিন গ্রাম সফর করা হয়েছে।
• ২০২০-২১ অর্থ বছরের মোট বাজেট ১৪.০০ লক্ষ টাকা। সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ৭,০১৭/- টাকা ব্যয় হয়েছে।

১৩। "কওমী মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের বৃত্তিমূলক ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি" শীর্ষক প্রকল্প
প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১৯- জুন ২০২২
অর্থায়নকারী সংস্থা : বার্ড
প্রকল্প এলাকা : কুমিল্লা জেলার আদর্শ সদর ও সদর দক্ষিণ উপজেলা।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতিঃ
• গত ২৭ আগস্ট ২০২০ তারিখে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের সাথে প্রকল্পের বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ প্রকল্পের ধারণাটি সাদরে গ্রহণ করেছেন।
• ফোকাস গ্রুপ আলোচনার সুপারিশের প্রেক্ষিতে প্রকল্পের প্রেক্ষাপট, উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা বিষয়ে একটি লিফলেট প্রস্তুতের লক্ষ্যে বাংলায় একটি লেখা প্রস্তুত করা হয়েছে।
• করোনা ভাইরাসের প্রাদুভার্বের কারণে কোটবাড়ীস্থ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) বন্ধ আছে। অধ্যক্ষের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে।
• মাদ্রাসার কিছু শিক্ষক এবং কওমী মাদ্রাসার প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সাথে ব্যক্তিগত আলোচনা হয়েছে তারা প্রকল্প পরিচালনার কৌশল সম্পর্কে মূল্যবান মতামত দিয়েছেন।
• ২০২০-২১ অর্থ বছরের মোট বাজেট ৫.০০ লক্ষ টাকা। সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত কোন ব্যয় হয়নি।

১৪। "বার্ড ক্যাম্পাসে ট্রাইকো কম্পোস্ট উৎপাদন ও গবেষণা" প্রকল্প
প্রকল্পের মেয়াদ ঃ জুলাই ২০২০ চলবে
অর্থায়নকারী সংস্থা ঃ বার্ড
প্রকল্প এলাকা ঃ বার্ড ক্যাম্পাস

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ
১. বার্ড ক্যাম্পাসে ট্রাইকো-কম্পোস্ট উৎপাদন, গবেষণা এবং বিভিন্ন সুফলভোগীদের নিয়ে ব্যবসায়িক মডেল বিকাশ;
২. ফলাফল প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রচলিত এবং সুরক্ষিত কম্পোস্ট উভয়কে অন্যান্য কম্পোস্টে সাথে তুলনা করে ট্রাইকো-কম্পোস্টের মান মূল্যায়ন করা।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতিঃ
• ট্রাইকো কম্পোস্ট হাউজ স্থাপনের জন্য ডিজাইন চূড়ান্ত করা হয়েছে।
• নতুন ট্রাইকো ড্রার্মা ইউনিটের ড্রইং এবং ডিজাইন তৈরি করে লালমাই-ময়নামতি প্রকল্প অফিসে জমা দেয়া হয়েছে।
• ২০২০-২১ অর্থ বছরের মোট বাজেট ৩.৫ লক্ষ টাকা। সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত কোন অর্থ ব্যয় হয়নি।

বঙ্গবন্ধুর ৪৫তম শাহাদাত বার্ষিকী

২য় পৃষ্ঠার পর

ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন তাঁর উপস্থাপনায় জাতির পিতা এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর কর্ম এবং রাজনৈতিক জীবনের তথ্যসমৃদ্ধ ইতিহাস তুলে ধরেন। তিনি বলেন জাতির পিতার জীবনের দৈর্ঘ্যের চেয়ে কর্মের পরিধি অনেক বেশি বিস্তৃত। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙ্গালী জাতির স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্র নির্মাণের কারিগর। সেমিনারে সভাপতিত্ব এবং সঞ্চালনা করেন বার্ডের মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহজাহান। সেমিনারে ধন্যবাদজ্ঞাপন মূলক বক্তব্য প্রদান করেন বার্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক ড. মাসুদুল হক চৌধুরী। সেমিনার পরিচালক ও সহযোগী সেমিনার পরিচালক-এর দায়িত্ব পালন করেন যথাক্রমে জনাব মোঃ সফিকুল ইসলাম, পরিচালক, বার্ড এবং ড. শেখ মাসুদুর রহমান, যুগ্ম পরিচালক, বার্ড। সেমিনারে বার্ডের অনুষদবর্গ, কর্মকর্তাসহ ভার্চুয়াল মাধ্যমে অন্যান্য সমধর্মী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। সেমিনার পরবর্তী সময়ে ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বার্ড পরিচালিত লালমাই-ময়নামতি প্রকল্পের সুফলভোগীদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ করেন।

৫৩তম বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলনের সমাপনী

২য় পৃষ্ঠার পর

-এর রাজস্ব বাজেটের অধীনে ১৩টি প্রায়োগিক গবেষণা বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং পরিকল্পনা সম্মেলনে আরো ০২টি প্রায়োগিক গবেষণা গৃহীত হয়েছে।
বার্ডের ৫৩তম পরিকল্পনা সম্মেলনের আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করেছেন ড. মোঃ শফিকুল ইসলাম, পরিচালক (প্রশাসন)। পরিকল্পনা সম্মেলনে সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করেন বার্ডের পরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব মোহাম্মদ আবদুল কাদের। পরিকল্পনা সম্মেলনের সহযোগী আহবায়ক ও সহকারী আহবায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন যথাক্রমে জনাব সালাহ উদ্দিন ইবনে সাঈদ, যুগ্ম-পরিচালক ও জনাব কামরুল হাসান, সহকারী পরিচালক।
বার্ডের বিগত বছরের প্রশিক্ষণ, গবেষণা, প্রায়োগিক গবেষণা, নীতিগত অনুশীলন ও প্রচার সংক্রান্ত বহুমাত্রিক কার্যাবলী পর্যালোচনা, আগামী বছরের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ এবং কর্মকৌশল নিরূপনের লক্ষ্যে এ সম্মেলন আয়োজিত হয়। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি সংস্থা ও নাগরিক সম্প্রদায় এবং একাডেমিক ও গবেষণাধর্মী, প্রশিক্ষণ ও সমবায় সংগঠনসমূহের প্রতিনিধিগণ এ জনগুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য গৃহীত বার্ডের কার্যক্রম সম্পর্কে তাঁদের মূল্যবান, অভিমত ও পরামর্শ প্রদান করে থাকেন।

করোনা (কোভিড-১৯) পরিস্থিতিতে গ্রামীণ নারী ও শিশুর উন্নয়নে মহিলা শিক্ষা, আয় ও পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের ভূমিকা

নাছিমা আক্তার, যুগ্ম-পরিচালক (পল্লী সমাজতত্ত্ব) ও প্রকল্প পরিচালক (মশিআপুউ)
ফরিদা ইয়াসমিন, উপ-পরিচালক (পল্লী সমাজতত্ত্ব) ও সহঃ প্রকল্প পরিচালক (মশিআপুউ)

বিশ্বব্যাপী মানুষের জীবনে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব একটি বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। করোনায় চিকিৎসকরা যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া সত্ত্বেও সংক্রমিত রোগী ও মৃত্যুর সংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। করোনা পরিস্থিতিতে নারী ও শিশুর ক্ষেত্রে সংক্রমিত হওয়ার ঘটনা ছাড়াও পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেও অনেকে নির্যাতিত ও বৈরী অবস্থার শিকার হচ্ছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠির প্রায় অর্ধেক নারী এবং দেশের দারিদ্র্যের হার ২০.৫% এবং হতদারিদ্র্যের হার ১০.৫% (বিবিএস ২০১৯-২০২০)। বাংলাদেশের দারিদ্র্য দূরীকরণে গ্রাম ও শহরের ব্যবধান ও আয় বৈষম্য হ্রাসপূর্বক জাতীয় জীবনে সমৃদ্ধি অর্জন ও সার্বিক জীবনমান উন্নয়নে গ্রামীণ নারী সমাজের অবদান কোনভাবেই খাটো করে দেখা যায় না। তবে অপ্রিয় সত্য হচ্ছে, বাংলাদেশে পুরুষের তুলনায় নারীর অংশগ্রহণ কম ও নানা প্রতিকূলতা পেরিয়ে অতীতের যেকোন সময়ের তুলনায় নারীর অংশগ্রহণ এবং অবদান দিন দিন বাড়ছে। করোনা মোকাবেলায় নারী-পুরুষের সমতা ও অংশীদারিত্ব হলো উন্নয়নের রাষ্ট্রিয়ভাবে এক গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের করোনা মোকাবেলায় অর্থনৈতিক ক্ষতি পূরণের উদ্যোগ গ্রহন, গ্রামীণ জীবনে কৃষিজ ও অকৃষিজ উৎপাদন খাতের কার্যক্রম এবং খাদ্য সংস্থান ও প্রস্তুত ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারী সমাজের জোরালো ভূমিকা রয়েছে। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা ষাটের দশকে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই গ্রামীণ মানুষের দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে পল্লী উন্নয়নের মডেল উদ্ভাবন এবং গ্রামীণ উন্নয়নে ড. আখতার হামিদ খানের নেতৃত্বে কুমিল্লা মডেলের নীতি, কৃষক সমবায়, নারী মুক্তির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম ইত্যাদিতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে আসছে। মহিলা শিক্ষা, আয় ও পুষ্টি উন্নয়ন (মশিআপুউ) প্রকল্পটি ১৯৯৩ সালে শুরু হয়ে বর্তমানে কুমিল্লা সদর, বুড়িচং, সদর দক্ষিণ এবং বরুড়া উপজেলার ২৪টি গ্রামে উন্নয়ন ডিস কোর্সে গুরুত্বপূর্ণ ইসু হিসেবে বিবেচিত ২০টি অঙ্গভিত্তিক কার্যক্রম নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে। মশিআপুউ প্রকল্পটি গ্রাম পর্যায়ে মহিলা সংগঠন সৃষ্টির মাধ্যমে বার্ড ও উপজেলাসমূহের যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মহিলা ও শিশু বিষয়ক বিভাগ, মৎস্য, প্রাণীসম্পদ, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ প্রভৃতি থেকে রিসোর্স পার্সন দিয়ে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। গ্রাম সংগঠন ও যৌথ সভায় এসে গ্রামবাসীর সাথে মতবিনিময় এবং রিসোর্স পার্সনদের সাথে সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন সংস্থা থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহন,লাগসই প্রযুক্তি ও উপকরণ সামগ্রী ইত্যাদির ব্যবস্থা করা এবং গ্রামের মানব সম্পদ উন্নয়ন ,আয় উৎপাদন সংশ্লিষ্ট রিসোর্স সেন্টার গঠন ও উৎপাদিত পণ্যের বিপণনে বাজার সংযোগ এবং পরিষেবা প্রাপ্তিতে তথ্যায়ন, কার্যকর নেটওয়ার্ক ও উন্নয়ন সংযোগ স্থাপন কার্যাবলী ত্বরান্বিত হয়।

গবেষণা সারণীতে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে, করোনাকালে গ্রামের নারী সংগঠনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে কার্যকরী কমিটি ও উপকমিটি গঠন করে নারীদের নেতৃত্বে ১১০৮ জন সদস্যের শেয়ার ও সঞ্চয়সহ মোট ১২,৬৬,৬৬০ /- টাকার পুঁজি গঠন এবং ক্রমপুঞ্জিত পুঁজি ১,০৮,৬০,১৩৭/ -টাকা হলেও উক্ত পুঁজি থেকে ১২টি গ্রাম সংগঠনের কিছু সদস্যের ২৭,৭১,০৬৮/-টাকা ফেরত নেয়ার কারণে মোট পুঁজি ৮০,৮৯,০৬৯/- টাকা পাওয়া যায়। সংগঠনভূক্ত ৪৬৪ (৪১.৮৭%) জন নারীর ক্ষমতায়নে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে নিয়মিত পাক্ষিক ও সময়োপযোগী বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ, করোনা ও নির্যাতন প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টি ও এ্যাডভোকেসি ক্যাম্পেইন কর্মশালার মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণ এবং স্বাস্থ্যকীট/ উপকরণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া ব্যয় সাশ্রয়ী পদ্ধতিতে ও সহজ শর্তে করোনাকালে নিজস্ব আমানতের উপর উপকারভোগীদের চাহিদামত ১৩৭ জনকে ২১,৮৯,০০০/- টাকা ও এ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ২৮৮৩ জনকে ২,২৯,৬০,৬০০/- টাকা ঋণপ্রদান ও নিয়ম মোতাবেক স্বাভাবিকভাবে ২২,৯৪,৭৩৪ /- টাকা ঋণ আদায় যা এ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ২,২৩,৮৬,০০৯/-টাকা (৯৮-১০০%) এবং ০৭ টি বার্ষিক সাধারন সভা যা ক্রমপুঞ্জিত ১২৩ টি আয়োজনপূর্বক লভ্যাংশ বন্টন করা হয়েছে। প্রকল্পভূক্ত নারীদের ৮৫% আয়বৃদ্ধিমূলক কাজে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থেকে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, স্বাস্থ্য-শিক্ষা অর্জন, খাদ্য-পুষ্টি গ্রহণ ও আইন অধিকার সুরক্ষাপূর্বক নিজস্ব সম্পদ ও সামর্থ্য বৃদ্ধি এবং নিয়ন্ত্রন ও সিদ্ধান্ত প্রয়োগে সক্ষম হচ্ছে ।

মশিআপুউ প্রকল্পভূক্ত রত্নবতী মহিলা সংগঠনে আয়োজিত আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রদান।

মশিআপুউ প্রকল্পভূক্ত দূলর্ভপুর মহিলা সংগঠনের সদস্যদের চাহিদামত ঋণ প্রদান।

ক্র নং	গ্রাম ভিত্তিক মহিলা সংগঠনের নাম	প্রতিষ্ঠাকাল	সদস্য ভূক্তির সংখ্যা	পাক্ষিক/ বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ/ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী সংখ্যা	সঞ্চয়-শেয়ারের মাধ্যমে পুঁজি গঠন		ঋণ গ্রহীতা নারীদের সংখ্যা ও টাকার পরিমান		নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক উদ্যোগ
			নারী (৯১%)		করোনাকালীন সময়ে	ক্রমপুঞ্জিত	করোনাকালীন সময়ে	ক্রমপুঞ্জিত	
১.	দূর্গাপুর মহিলা সংগঠন	১৬.০৬.১৯৭৪	৮৫	১৬	১১,৬০০/-	২,২০,১৪৬/-	-	৯,৮৩,০০০ (২৩৪)	গবাদি পশু পালন, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ
২.	নামতলা মহিলা সংগঠন	০৫.০৫.১৯৭৯	৬৯	৪২	৭৭,২০০/-	৮,৭৪,৬০৫/-	৭০,০০০ (৬)	১৪,৫০,০০০(২৮৭)	দুগ্ধ খামার, তার্কি মুরগীও কবুতর ব্যবসা
৩.	রুপুদ্দি মহিলা সংগঠন	১৬.৮.২০০২	৯০	১৬	৮২,৯৪০/-	৯,৫১,০৩৬/-	৮,০০০০০(২৭)	৩৯,৭৫,০০০(২৩১)	কৃষি ও বীজ ব্যবসা
৪.	দক্ষিণ রামপুর মহিলা সংগঠন	১০.০৫.১৯৯৩	৫৩	১৬	৫২,২৩৫/-	৫,৫৪,৬৫৯/-	২,৭০,০০০(৩১)	১২,৯২,৫০০(১৫৩)	মৎস চাষ ও জাল ব্যবসা
৫.	যাত্রাপুর মহিলা সংগঠন	০৩.০৭.১৯৮৭	২৫	৩২	-	৩৮,৬৫০/-	-	৮৬,৮০০(১১০)	কৃষি কাজ, মুদি ব্যবসা
৬.	হোসেনপুর মহিলা সংগঠন	০৩.০৩.১৯৯৮	২০	১০	৩১,১৬০/-	২,০৭,০৯০/-	-	২,৮৮,৯০০(১৭)	কৃষি ও সবজি ব্যবসা
৭.	মুরাদপুর মহিলা সংগঠন	০৮.১২.২০১৯	২৫	১০	১,০০০/-	১,৫৮০/-	-	৭,২১,৭৬৫(১৩০)	মাছ ও শুটকি, কাঠের ব্যবসা
৮.	হরিপুর মহিলা সংগঠন	০১.০৭.১৯৭৯	৩২	১০	-	২১,৫১৫/-	-	৯,৮৯,৮০০(২৩০)	কাঠের ব্যবসা, সিএনজি ভাড়া
৯.	অরণ্যপুর মহিলা সংগঠন	০৬.০৩.২০০০	১৮	১০	৯,৩০০/-	৪৯,৬৭৭/-	২৭,০০০(০২)	৮৪,৭০০(২০)	মৎস চাষ ও জাল ব্যবসা
১০.	রত্নবতী মহিলা সংগঠন	১১.০৩.১৯৯৮	৪২	৩২	২,০১০/-	১৫,৭২০/-	-	২,৩২,৫০০(৪১)	কৃষি ব্যবসা, গরু ব্যবসা
১১.	উজিরপুর মহিলা সংগঠন	১২.০৪.২০০২	৮০	২০	১,৩৩,৬৫০/-	৭,০১,৬৫৮/-	৪,০০০০০(১৮)	১৫,৭৭,০০০(২৭৪)	কৃষি ও বীজ ব্যবসা, সেলাই ও কাপড় ব্যবসা
১২.	ধনুয়াইশ মহিলা সংগঠন	০২.০৮.২০০৪	৫৬	২০	২৫৮০০/-	৬,০৩,৬৪৪/-	-	১৬,৯৭,০০০(১২৭)	কৃষি ও বীজ ব্যবসা
১৩.	দূলর্ভপুর মহিলা সংগঠন	০৩.১০.২০০৪	৮২	৪৪	১,৯৬,৪৯১/-	১৫,৮৫,৭৭৯/-	২,৯২,০০০(১৩)	৩৬,৪২,৫০০(৩৫২)	হাঁস মুরগী, গরু ব্যবসা
১৪.	শালমানপুর মহিলা সংগঠন	০৬.১২.২০০৪	৬৭	৫২	১,৮০,৯৪০/-	৭,৫৪,৬২৭/-	৩,০০০০০(২৬)	১৫,৮৫,৫০০(১০২)	বুটিকস ও কাপড়, বায়োফ্লক্স মৎস ব্যবসা
১৫.	দঃ কালিকাপুর মহিলা সংগঠন	১৫.১২.২০০৪	২০	১০	-	১২,৫২০/-	-	৩০,০০০(০৫)	খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ
১৬.	তেতৈয়ারা মহিলা সংগঠন	১৫.১২.২০০৪	৩৮	১২	৫,৩১০/-	১,৮০,১৩০/-	-	৫,৭৬,১০০(১১২)	পার্লারিং, হাঁস মুরগী পালন
১৭.	শ্রীমন্তপুর মহিলা সংগঠন	২৪.০৫.২০০৫	৩৬	১২	৮,৬২০/-	৬৩,১০৬/-	-	৫,৯২,৬৩৫(৫৮)	কৃষি, নার্সারী, মৎস চাষ
১৮.	দৌলতপুর মহিলা সংগঠন	০২.০৩.২০০৬	৪২	১২	-	৬৯,২৮৬/-	-	৫,৭৮,৪০০(১৮৫)	কাপড় সেলাই, ব্যাগের ব্যবসা
১৯.	রামপুর মহিলা সংগঠন	০৭.০৫.২০০৬	২৬	১৬	৩,৭৩০/-	৯৬,৫৩৫/-	৩০,০০০(১৪)	২,৯৫,০০০(২৫)	হস্ত শিল্প, পার্লারিং
২০.	রাজাপাড়া মহিলা সংগঠন	১৭.০৩.২০০৮	৪১	১২	২২,১৪০/-	১,৮১,২৪১/-	-	৫,৬০,০০০(৪০)	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, দোকান
২১.	ছোটআলমপুর মহিলা সংগঠন	০১.০৯.২০০৮	৮৬	১৬	৫১,০০০/-	৭,৯৭,৫৪০/-	-	১৭,২১,৫০০(১৫০)	হস্ত শিল্প, শোপিচ সামগ্রী
২২.	বাড়াইপুর মহিলা সংগঠন	১২.০২.২০১২	৩০	১২	৪,৪৩০/-	৬৮,৪৪৫/-	-	-	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, বাঁশ, বেত সামগ্রী
২৩.	বড়বামিশা মহিলা সংগঠন,	১১.০৩.২০১২	২৪	১০	২,১৭০/-	২৮,৪৩০/-	-	-	ডেকোরেশন, দোকান ব্যবসা
২৪.	চাঁনপুর মহিলা সংগঠন	০৪.০৯.২০২০	২১	১০	-	১,৪৫০/-	-	-	কৃষিকাজ, নকশী কাঁথা, কাপড় ব্যবসা,
	মোট - ২৪টি		১১০৮	৪৬৪ (৪১.৮৭%)	৯,০১,৭২৬/-	৮০,৮৯,০৬৯/-	২১,৮৯,০০০/- (১৩৭)	২,২৯,৬০,৬০০/- (২৮৮৩)	

তথ সূত্র: মশিআপুউ প্রকল্পের সংরক্ষিত অফিসিয়াল ডকুমেন্ট (২০১৯-২০), বার্ড, কুমিল্লা

Challenges and Prospects of Jute Cultivation: A Study on Farmer's Response in Selected Areas of Bangladesh

গ্রামীণ অঞ্চলের কৃষকরা অধিকাংশই তাদের আয়ের জন্য বিভিন্ন ধরণের ফসলের চাষের উপর নির্ভরশীল। পাট, যাকে একসময় সোনালি আঁশ বলা হতো, বর্তমানে দেশের বিপণন খাতে এর তাৎপর্য ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট রয়েছে। বাংলাদেশের জলবায়ু উন্নত মানের পাট চাষের জন্য বেশ অনুকূল। পাট থেকে শপিং ব্যাগ, কাপড় এবং হস্তশিল্প ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচুর মূল্যবান পণ্য তৈরি হয়। যদিও বিশ্ববাজারে পাট উৎপাদনে বাংলাদেশ দ্বিতীয়, তবে এই ফসলের অমিত সম্ভাবনা গ্রামীণ কৃষকরা বুঝতে পারেননি। এই গবেষণায় পাট চাষে কৃষকদের বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনার কথা তুলে ধরা হয়েছে। বিভিন্ন কারণে পাটকে সোনালী আঁশ বলা হত। দেশটির স্বাধীনতার পরে, বাংলাদেশের মোট বৈদেশিক মুদ্রার ৮০% এর বেশি পাট এবং পাট জাত পণ্য থেকে অর্জিত হয়েছিল। ৮০ এর দশক পর্যন্ত বিদেশী আয়ের বড় অংশ পাটজাত পণ্য রফতানি করে এসেছিল এবং শ্রমশক্তির একটি বড় অংশ পাট খাতে নিযুক্ত ছিল। তবে তৈরি পোশাক শিল্পের অগ্রগতি এবং পাট চাষে সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাবে পাট সেক্টর ধীরে ধীরে বাজারে তার দখল হারায় যার ফলশ্রুতিতে কৃষকরাও কার্যকরভাবে পাট আবাদে আগ্রহ পাচ্ছিলোনা। এই গবেষণাটি রংপুর, পাবনা, ফরিদপুর ও যশোর জেলাগুলিতে পরিচালিত হয়েছিল যেখানে কৃষকরা পাট উৎপাদনে অধিক হারে জড়িত। এই চারটি জেলা হতে দৈব চয়নের ভিত্তিতে দু'শ (২০০) জন উত্তরদাতার সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছিল। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলি হল: ক) পাট চাষীদের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থা জানা; খ) পাট আবাদে কৃষকদের আগ্রহ হ্রাস পাওয়ার কারণগুলি চিহ্নিত করুন; গ) উৎপাদক থেকে বিভিন্ন স্তরের ব্যবহারকারীদের কাছে পাটের দামের ভিন্নতার কারণগুলি চিহ্নিত করা; এবং ঘ) পাটজাত পণ্যের

প্রচারের সুযোগগুলি অনুসন্ধান করা এবং গবেষণা ফলাফলের ভিত্তিতে সুপারিশ প্রণয়ন করা। এই গবেষণায় কৃষকরা পাট আবাদ নিয়ে বেশ কিছু সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন। গবেষণা সমীক্ষার সকল জেলার উত্তরদাতাগন মতামত দিয়েছেন যে তারা পাটের ন্যায্য দাম পান না। তাছাড়া, বাজার মূল্য নিয়ন্ত্রণে একটি সিন্ডিকেটের উপস্থিতির কথা সকল জেলার উত্তরদাতাগনই উল্লেখ করেছেন। উত্তরদাতাগন উল্লেখ করেছেন যে, সরকার সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে পাট কিনলে তারা সঠিক দাম পাবে। তদুপরি, উচ্চ ফলনশীল বিভিন্ন পাট চাষের জন্য আধুনিক প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাব রয়েছে বলে তাঁরা উল্লেখ করেন। সাম্প্রতিক সময়ে পাট দিয়ে নানাবিধ নতুন নতুন পণ্য তৈরি হচ্ছে।

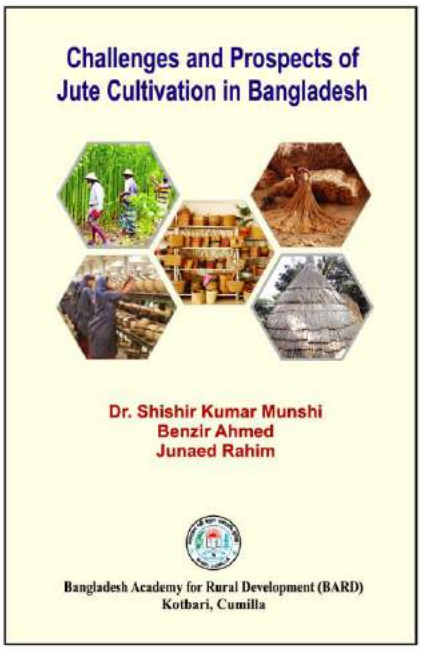

তার মধ্যে পলিথিন ব্যগের বিকল্প হিসেবে নতুন ধরনের ব্যাগ, কম্পিউটার প্রিন্টারের কালি, কাপড় ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।পাটের এই ধরনের উদ্ভাবনী ব্যবহার তার হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনতে পারবে বলে ধারনা করা হচ্ছে। এই গবেষণা সমীক্ষায় সুপারিশ করা হয়েছে যে কাপড়, ব্যাগ, কালি ইত্যাদি তৈরির জন্য পাট ব্যবহারের প্রযুক্তিগত অগ্রগতি বিপণন ক্ষেত্রে সংযুক্ত করা উচিত। পাটের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে পারলে কৃষকগণ উপকৃত হবেন বলে গবেষণায় প্রতীয়মান হয়েছে। তাছাড়া, বাজারে দালালদের একচেটিয়া উপস্থিতি কৃষকদের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য একটি কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গবেষণা সমীক্ষায় কৃষকদের বাজার নিয়ন্ত্রণে অধিকতর স্বাধীনতা প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে যাতে তারা সরাসরি বাজারে পাট বিক্রি করতে পারে। পাটের ন্যায্য দাম নিশ্চিত করতে একটি শক্তিশালী কৃষক সমিতি থাকা প্রয়োজন বলে গবেষণা সমীক্ষায় প্রতীয়মান হয়েছে। এই গবেষণার মাধ্যমে পাট চাষে বিরাজমান সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে এবং পাট আবাদে কৃষকদের অবস্থান বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পাট শিল্পের এই বিশাল সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য বিদ্যমান সমস্যাসমূহ সমাধানে সরকারী পর্যায়ে নানাবিধ উদ্যোগের কথা গবেষণা সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছে। অধিকাংশ পাট চাষি উল্লেখ করেছেন যে, সরকারী পর্যায়ে মূল্য নির্ধারণের উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন এবং উন্নত মানের বীজ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ প্রয়োজন। পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণকে প্রণোদনা প্রদানের মাধ্যমে পাট বিপণন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন বলে গবেষণা সমীক্ষায় সুপারিশ করা হয়েছে। তাছাড়া, পাটজাত পণ্যের নানামুখী ব্যবহারকে প্রচারের মাধ্যমে জনপ্রিয় করে তোলার উদ্যোগ গ্রহন প্রয়োজন বলে গবেষণা সমীক্ষায় সুপারিশ করা হয়েছে। একই সাথে, গবেষণা অঞ্চলে পাটের নানাবিধ উৎপাদনমুখি কারখানা স্থাপন, কার্যকর বাজার ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ ও কৃষক সমবায় সমিতিকে শক্তিশালিকরণের বিষয়ে গবেষণায় সুপারিশ করা হয়েছে।

ভিজিডি কর্মসূচির আওতায় ঝুকিপুর্ণ নারীদের ক্ষমতায়ন এবং খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেশে ও বিদেশে সুপরিচিত। প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণাধর্মী প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে পল্লীর জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য এ প্রতিষ্ঠানটি ১৯৫৯ সাল থেকে কাজ করে আসছে। চলমান করোনা মহামারি চলাকালীন সময়েও বার্ডের গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম ভালভাবে চলমান রয়েছে। বার্ডের গবেষণা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সরকারের ভিজিডি কর্মসূচির আওতায় ঝুকিপুর্ণ নারীদের ক্ষমতায়ন এবং খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত একটি গবেষণা প্রতিবেদন বার্ড হতে বই আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

গবেষণাটির উদ্দেশ্য ছিল হতদরিদ্র ও ঝুকিপুর্ণ ভিজিডি কর্মসূচীর আওতায় নারীদের ক্ষমতায়ন এবং খাদ্য নিরাপত্তার অবস্থা বিশ্লেষণ করা এবং নিজ গৃহে নারীদের খাদ্য গ্রহণ ও খাদ্য নিরাপত্তার সাথে নারীর ক্ষমতায়নকে মূল্যায়ণ করা। বাংলাদেশের রংপুর জেলার গঙ্গাচড়া ও তারাগঞ্জ এবং যশোর জেলার জিকরগাছা ও বাগারপাড়া উপজেলার প্রতিটি থেকে ৫৫ জন করে ৪টি উপজেলা হতে মোট ২২০ জন ভিজিডি কার্ডধারী নারীর উপর এই গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছে।

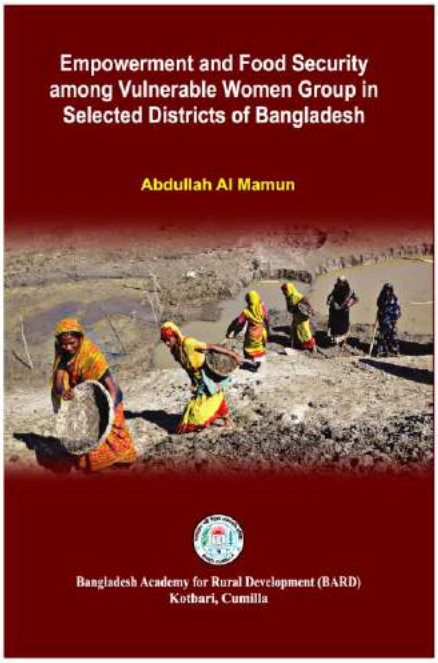

গবেষণার পরিসংখ্যানগত সকল পদ্ধতি অনুসরণ করে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় যে, প্রায় ৭২% নারী তার পরিবারের আয় ও ব্যায়ের বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিতে পারে যা সামগ্রিকভাবে পরিবার মূল্যায়ণ করে থাকে তবে এককভাবে মাত্র ৪৩% নারী পরিবারের বড় আয় ও ব্যায়ের বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিতে পারে এবং ৭৭% নারী পরিবারের ছোট আয় ও ব্যায়ের বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিতে পারে যা পরিবার প্রধান অনেক সময় গ্রহণ করে না। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহনের বিষয়ে ৭৭% নারী স্বামীর সাথে যৌথভাবে এবং ৩৩% নারী তার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তার স্বামীর সিদ্ধান্তকেই মেনে নিতে হয়। গবেষণায় আরো উঠে আসে যে, প্রায় ৮৫% পরিবারে খাদ্যের অপর্যাপ্ততা রয়েছে যা দেশের সামগ্রিকভাবে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার জন্য বড় ধরণের হুমকিস্বরূপ। যে সকল পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তা রয়েছে সে সকল পরিবারের নারীরা বেশী ক্ষমতায়িত এবং ক্ষমতায়িত নারীদের পরিবারের সাথে খাদ্য গ্রহনের ধনাত্বক সম্পর্ক রয়েছে। অতএব, ভিজিডি কর্মসূচিতে পরিবারের নারীদের ক্ষমতায়িত করা হলে পরিবারের খাদ্য গ্রহণ ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যাবে। বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে মানুষের আয় উপার্জন কমে যাওয়ায় এই গবেষণার ফলাফল এবং সুপারিশ সরকারের নীতি নির্ধারণে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে একাডেমির একটি খন্ডচিত্র : "তোমাদের এ ঋণ কোনদিন শোধ হবে না"

ড. মোহাম্মদ কামরুল হাসান
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), পল্লী শিক্ষা ও সমাজ উন্নয়ন বিভাগ, বার্ড

০১ জুলাই থেকে ৩০ জুন ১৯৭২ এ সময়কালকে একাডেমির ইতিহাসে অধিকতর সংকটকালীন সময় হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। কারণ এ সময়কালে পাকিস্তান পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (পার্ড) এর অপসারনের প্রত্যক্ষদর্শী এবং বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) এর সূচনা ঘটে। ১৯৭১ সালের ০৯ ডিসেম্বর এ পরিবর্তন সূচিত হয়। কয়েকটি মাস একাডেমির ক্যাম্পাসের বাসিন্দাদের খুবই কঠিন সময় অতিবাহিত করতে হয়। বিদ্যুৎ, পানি, জীবনের অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরনের অভাব ঘটে, জীবন ও সম্পত্তির অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি হয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনী অবাসিক এলাকার পরিবারের কিছু সদস্যকে অত্যাচার ও লুটপাট করে।

সৌভাগ্যবশত একাডেমির অধিকাংশ কর্মচারী পাক সেনাদের শারীরিক নির্যাতন ও নিগ্রহ থেকে বেঁচে যায়। কিন্তু দুইজন চৌকিদার রামেশ ত্রিপুরা এবং কাদের খান পাকিস্তানী সেনাবাহিনী কর্তৃক শহীদ হন। অনেক পরিবার নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য বহু মাইল দূরে গমন করেছিল। আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৭১ সালের মধ্যে পরিবারসমূহ ক্যাম্পাসে ফিরে আসতে শুরু করে। এতদ্‌সত্ত্বেও বহু সমস্যা এবং বিদ্যুৎ, জীবনধারনের অনুপযোগী হওয়াতে জীবনপ্রবাহ বাধাগ্রস্থ হয়।

পুনরায় ৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ এ পরিস্থিতি উত্তেজনাময় হয়ে উঠে ও ক্যাম্পাসে বোমা হামলা হয়। যা অধিকাংশ কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তোলে এবং তারা ক্যাম্পাস ত্যাগ করতে শুরু করে। কেহ কেহ শহরে বা গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

একাডেমীর সম্পদ রক্ষায় এবং কর্মকর্তা কর্মচারীদের ও আসবাবপত্র স্থানান্তরে প্রশাসন কাজ করে। ০৯ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালের মধ্যে একাডেমি খালি করা হয়। জয়ী বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ বাহিনী একাডেমিতে আশ্রয় গ্রহণ করে। ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত যৌথ বাহিনী একাডেমিতে অবস্থান করে আত্মসমর্পনকৃত পাকিস্তানি বাহিনীদের জন্য ভারতীয় সেনারা এখানে ক্যাম্প স্থাপন করে। এ সময়ে একাডেমি শহরের রানীর কুঠিতে অস্থায়ীভাবে সদর দপ্তর করা হয়। এক মাস পর ভারতীয় সেনাদের অনুমতি নিয়ে কোটবাড়ীতে একাডেমির কার্যক্রম শুরু হয়। এরপর পুণরায় একাডেমির কার্যক্রম শুরু হয়।

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধেও এ খন্ড চিত্রটি একাডেমির ১৩তম বার্ষিক প্রতিবেদনে ইংরেজিতে লিপিবদ্ধ করেছে। যার ভাবানুবাদ উপরেও তুলে ধরা হলো।

১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে নিহত রামেশ ত্রিপুরা ও কাদের খান- এর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি তোমাদের ঐ ঋণ কোনদিন শোধ হবে না এবং তাঁদের স্মরণে একটি স্মৃতিফলক তৈরী করার অনুরোধ করছি।

কৃতজ্ঞতা: নুরুল হক, প্রাক্তণ অনুষদ সদস্য এবং আতাউর রহমান এর গান

বার্ডের প্রয়োগিক গবেষণা: অভিযোজন পদ্ধতিতে চরাঞ্চলের মানুষের জীবিকার মানোন্নয়নের জন্য নদীতে খাঁচায় মাছ চাষ প্রকল্প

উপদেষ্টা সম্পাদক
মোঃ শাহজাহান
মহাপরিচালক
বার্ড

সম্পাদক
ড. শিশির কুমার মুন্সী
যুগ্ম-পরিচালক, বার্ড

সহযোগী সম্পাদক
বেনজির আহমেদ
উপ-পরিচালক, বার্ড

মহাপরিচালক, বার্ড
কোটবাড়ী, কুমিল্লা কর্তৃক প্রকাশিত

ইন্ডাষ্ট্রীয়েল প্রেস, কুমিল্লা।
E-mail : ind.press09@gmail.com

গ্রাম উন্নয়ন

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি
কোটবাড়ী, কুমিল্লা-৩৫০৩
ফোন : ০৮১-৬০৬০১-৬, ৬৫০১১, ৬৫০৭০
ফ্যাক্স : ০৮১-৬৮৪০৬
ই-মেইল : dg@bard.gov.bd
training.bard@gmail.com
ওয়েব সাইট : www.bard.gov.bd

BOOK POST